শ্রীগৌরতত্ত্বনিরূপণম্

বিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীশ্রীভগবন্নিত্যানন্দবংশাবতংসেন

শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিপাদেন

—ঃ বিরচিতম্ ঃ—

পণ্ডিতশ্রীবৃন্দাবনদাসেন

বঙ্গভাষয়া অনূদিতং প্রকাশিতঞ্চ

॥ প্রথমসংস্করণম্ ॥

গৌরাঙ্গাব্দঃ—৪৮৩

ভিক্ষা—প্রেমভক্তিঃ

প্রকাশকের নিবেদন

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপায় **"অষ্টপ্রমাণসমন্বিত শ্রীগৌরতত্ত্বনিরূপণ"** নামক এই সংস্কৃত প্রবন্ধকে বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিলাম।

শ্রীপদ্যাবলী ও গোপালচম্পূগ্রন্থের টীকাকার পরমবিদ্বান্ পরতত্ত্বদর্শী **শ্রীপাদ বীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভু** এই প্রবন্ধের প্রণেতা। বর্দ্ধমান জেলার মাড়গ্রামে শ্রীভগবন্নিত্যানন্দ বংশীয় শ্রীকিশোরমোহন গোস্বামী পাদের পুত্ররূপে ইনি প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গচম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণয়ন কর্ত্তা শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীগৌরতত্ত্বানুভবী শ্রীপাদ রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভুর নিকট ইনি শাস্ত্রানুশীলন করিয়াছিলেন। শ্রীপদ্যাবলী ও গোপালচম্পূ গ্রন্থের টীকা দেখিলে ইঁহার পরম বিদ্বত্তা ভালভাবে উপলব্ধি হয়। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তা বিষয়ে মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণের অসদুক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া প্রত্যক্ষাদি অষ্টপ্রমাণে প্রমাণিত শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তা দেখাইয়া স্বসম্প্রদায়ের পরমোপকৃতি সাধন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গমহাভারতের প্রণেতা শ্রীল হরিদাস গোস্বামী ৪৪১ গৌরাঙ্গাব্দে পঞ্চম বর্ষীয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গ পত্রিকার ১১।১২ সংখ্যায় এই মূল প্রবন্ধটী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গৌরবিরোধীগণের কাল্পনিক মতবাদ নিরসনের জন্য মৎ সঙ্কলিত "শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বামৃত" নামক গ্রন্থ প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ গ্রন্থের উপাদানস্বরূপে এই প্রবন্ধটীকে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করতঃ শাস্ত্রানুশীলনকারী ভক্তগণের করকমলে অর্পণ করিতেছি, তাঁহারা এই প্রবন্ধ আস্বাদন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব প্রচার করুন এই নিবেদন। ইতি—

প্রকাশক—**শ্রীবৃন্দাবন দাস**
নূতন ভজন কুটী, শ্রীনবদ্বীপ।

শ্রীগৌরচরণে পরমভক্তিমান্ জনৈক উৎকলবাসী ডাক্তার মহাশয় এই গ্রন্থের সেবায় ১০০-০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং জনৈক শ্রীনবদ্বীপধামবাসী পরম ভাগবত ৫০-০০ টাকা অর্পণ করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কলিযুগোপাস্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তত্ত্ব বাক্য ও মনের অগোচর (অবাঙ্-মনসোঽগোচরঃ) হইলেও তদীয় কৃপাবলে তাহা জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে ।
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ চৈঃ চঃ মঃ ৬

অথবা শ্রীগৌরাঙ্গভক্তগণের কৃপায় ভক্তিতে কিঞ্চিৎ রুচি লাভ করিলে ভক্তি শাস্ত্র প্রতিপাদিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব অনায়াসে বোধগম্য হয় ।

স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিশাস্ত্রাববোধিকা ।
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

শ্রীরূপসনাতনাদি গৌরপার্ষদগণ যে যে ভক্তিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন সেই সেই শাস্ত্রে তাঁহাদের প্রত্যক্ষানুভূত শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা উল্লেখ আছে। পরতত্ত্ব বস্তু সম্বন্ধ মহদনুভব প্রমাণও শাস্ত্রে উক্ত আছে—ব্রহ্মসূত্র ১।১।২

"শ্রুত্যাদয়ঃ অনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণম্" (শাঙ্কর ভাষ্য)

নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের প্রত্যক্ষানুভূতি উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের বাক্যে অবিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীভাগবতাদি প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন—

ভাগবত ভারতশাস্ত্র আগম পুরাণ ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতারের প্রকট প্রমাণ ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৩

অধিকাংশ ব্যক্তির শ্রুতিপুরাণাদির প্রতি যেমন শ্রদ্ধা দেখা যায় তেমন শ্রদ্ধা শ্রীভাগবত ও ভারতের প্রতি দেখা যায় না। এই কারণে শ্রীপাদ নরহরি চক্রবর্ত্তী, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ রামনারায়ণ গোস্বামী ও শ্রীপাদ আনন্দী গোস্বামী প্রভৃতি পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি ও পুরাণাদি প্রমাণ সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহাদের ন্যায় পরবর্ত্তী আচার্য্য শ্রীপাদ বীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভু সর্ব্বপ্রকার বাদীদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব জনাইবার জন্য অসাধারণী ভক্তি ও পরম পাণ্ডিত্য-বলে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য এই অষ্ট প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা স্থাপন করিলেন।

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের অপকর্ষ সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা পাণ্ডিত্য গু ভজনবলে পরতত্ত্বসীমা শ্রীগৌরাঙ্গের বেদাদি নিখিল শাস্ত্র প্রতিপাদিত ভগবত্তা স্থাপন করিতে ও জগতে প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন।

শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রত্যক্ষানুভবী পার্ষদগণের তৎতত্ত্বোপদেশ বাক্যাবলীতে অভক্ত ও ভক্তাভাসগণের বিশ্বাস জন্মে না জানিয়া এবং তাহাদের শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে নরত্ব কল্পনা ব্যঞ্জক অসদুক্তি শ্রবণ করিয়া গ্রন্থকার অষ্টপ্রমাণে ইষ্টদেবের তত্ত্ব স্থাপন করতঃ তদীয় পরমোৎকর্ষ বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইতি

শ্রীবৃন্দাবন দাস

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
কিনাশ	বিনাশ	৭	৩
অভিষিষ্য	অভিষিচ্য	১৩	২১
নিবৃত্তোঽভূত্তো	নিবৃত্তো ভূত্তো	১৩	২৬
মনুজেরিত্তি	মনুজৈরিতি	১৯	১২
প্রভুর্গৌরা	প্রভুর্গৌরো	২৪	১৯
সহস্রশাঃ	সহস্রশঃ	৩২	১৬
সর্ব্বে	সর্ব্বৈঃ	৩২	২৬
নাটকৈ	নাটকে	৩৬	৪

সাঙ্কেতিক চিহ্ন :—ভাঃ—শ্রীমদ্ভাগবত। চৈঃ চঃ—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। চৈঃ চঃ নাটক—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

শ্রীগৌরতত্ত্বনিরূপণম্

যৎপাদাম্বুরুহধ্যানাত্তুষ্টোঽন্তর্যামিপুরুষঃ।
মাং প্রেরয়ত্যত্র তং সংনৌমি শ্রীরঘুনন্দনম্ ॥

তত্র শ্রীশচীনন্দনঃ কিং তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়াং প্রমাণান্যপেক্ষ্যন্তে, যতঃ প্রমাণানি বিনা প্রমেয়ং ন সিদ্ধ্যতীতি।

অতোঽষ্টৌ প্রমাণানি তীর্থকারৈরুক্তানি; যথা প্রত্যক্ষানুমানোপমান-শব্দার্থাপত্ত্যনুপলব্ধিসম্ভবৈতিহ্যানীতি। তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রস্য ভগবত্ত্বে **প্রত্যক্ষ প্রমাণঃ** তল্লীলাপ্রতিপাদকতাৎকালিকগ্রন্থেষু বহুতরঃ সুস্পষ্টমস্তি।

ভগবত্ত্বং খলু—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

—ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তলক্ষণাক্রান্তত্বম্, তত্রৈশ্বর্য্যং দুর্ব্বিতর্ক্যশক্তিপ্রকটনম্,—অত্র ষড়্ভুজত্বপ্রকাশনাদি। বীর্য্যং পরাক্রমঃ—অত্র সপরিবারকলিজেতৃত্বম্। শ্রীরত্র মূর্ত্তিশোভা। জ্ঞানং বিদ্যাদি, তত্তু দিগ্বিজয়িজয়েন প্রকটিতমস্তি। অন্যানি তু প্রসিদ্ধানি। অধুনাপি প্রতিপদ্যতে, শ্রীজগন্নাথাদ্যর্চ্চাস্থাপনবৎ শ্রীগৌরস্যার্চ্চা-স্থাপনং তৎকালাবধি বহুষু স্থানেষু দৃশ্যতে।

তেন চ মানসসিদ্ধিশ্চ। কিঞ্চ তদ্ভক্তানাঞ্চ তত্তল্লীলাশ্রবণেন চ অষ্টৌ সাত্ত্বিক-ভাবা দৃশ্যন্তে, নতু শ্রীশিবাবতারশ্রীশঙ্করাচার্য্যশ্রীলক্ষ্মণাবতারশ্রীরামানুজাচার্য্য-শ্রীজয়দেবাদীনামর্চ্চাস্থাপনং কুত্রাপি দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ. তেষাং নামাদিকীর্ত্তনঞ্চ। অতস্তস্য ভগবত্ত্বং প্রত্যক্ষপ্রমাণলব্ধমিতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার পাদপদ্মধ্যানবশতঃ অন্তর্যামী পুরুষ পরমেশ্বর, এই শ্রীগৌরতত্ত্বনিরূপণ নামক প্রবন্ধ রচনায় আমাকে প্রেরণ করিতেছেন সেই শ্রীপাদ রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভুকে (শ্রীগুরুদেবকে) সম্যক্ প্রকার নমস্কার করিতেছি।

শ্রীগৌরতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে শ্রীশ (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ানাথ) শ্রীশচীনন্দন কি তত্ত্ব? এইরূপ জ্ঞানের অপেক্ষায় প্রমাণ সমূহের অপেক্ষা আছে। যেহেতু প্রমাণ ব্যতীত প্রমেয় (যথার্থ জ্ঞানের বিষয়) সিদ্ধ হয় না; এই কারণে শাস্ত্রকারগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য এই অষ্ট প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীগৌরচন্দ্রের ভগবত্তা বিষয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা প্রতিপাদক তৎকালে শ্রীগৌরপরিকরগণের রচিত গ্রন্থসমূহে বহুতর প্রত্যক্ষ প্রমাণ সুস্পষ্ট আছে। ভগবত্তা বলিতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শোভা, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য অর্থ বুঝায়। ভগবত্তার পরিচয় এই লক্ষণটি বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে। এই লক্ষণে ঐশ্বর্য্য বলিতে "**দুর্বিতর্ক্য শক্তিপ্রকটন**" অর্থ বুঝায়।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় তাঁহার ষড়্ভুজত্ব প্রকাশনাদি **ঐশ্বর্য্য** প্রকাশ পাইয়াছে। **বীর্য্য** বলিতে "পরাক্রম" বুঝায়। এ'বিষয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের সপরিবার কলিজেতৃত্ব (অর্থাৎ অলক্ষ্মী, কাপট্য, হিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য্য ও কলহাদি অধর্ম্ম সমূহের সহিত কলি জেতৃত্ব) রূপ পরাক্রম প্রকাশ পাইয়াছে। 'শ্রী' শব্দে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তির "শোভা" অর্থ বুঝায়। জ্ঞান শব্দে "বিদ্যাদি" অর্থ বুঝায়। দিগ্‌বিজয়ীকে জয় করাতে শ্রীগৌরাঙ্গের জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের যশ ও বৈরাগ্যাদি প্রসিদ্ধই।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থে' শ্রীগৌরাঙ্গের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের উদাহরণ বহু দেখা যায় এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল—

(ঐশ্বর্য্য)—দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥ চৈঃ চঃ মঃ ৬

(বীর্য্য)—গতঃ স কালো মম সাম্প্রতং সখে
হতপ্রভাবোঽস্মি কুমারকাদতঃ। চৈঃ চঃ নাটক ১

অর্থ ঃ—কলি বলিয়াছিলেন—হে সখে অধর্ম্ম ! যে কালে আমার প্রভাব ছিল সে কাল গত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রকটিত শিশুরূপী ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে আমার সর্ব্বপ্রকার প্রভাব হত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞানতমস্ততি ॥
জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৩

(যশ)—স্থাবর ও জঙ্গম মাত্রকে শ্রীকৃষ্ণনাম ও ব্রজ প্রেম বিতরণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহা যশস্বী হইয়াছেন।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার
যারে তারে বিলাইল না কৈল বিচার ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৮
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩

(শ্রী)— জিনিয়া কন্দর্প কোটি রূপ মনোহর।
প্রতি অঙ্গে নিরূপম লাবণ্য সুন্দর ॥ চৈঃ ভাঃ আঃ ৭ম

(জ্ঞান)— শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্‌বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত ॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল।
প্রাতে আসি প্রভুপদে শরণ লইল ॥ চৈঃ চঃ আঃ ১৬

দিগ্‌বিজয়ীর ন্যায় বৃহস্পতির অবতার শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যেরও শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট পরাজয় হইয়াছে—

আত্ম নিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ। চৈঃ চঃ মঃ ৬

এইরূপ শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতিরও পরাজয় ঘটিয়াছে, চৈঃ চঃ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(বৈরাগ্য—মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।

এই লাগি কৃপাদ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার ।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৮
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৩
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব ।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব ॥ চৈঃ চঃ ঐ

শ্রীজগন্নাথাদির অর্চ্চা (শ্রীমূর্ত্তি) স্থাপনবৎ এখন পর্য্যন্তও শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চা (শ্রীমুর্ত্তি) স্থাপন প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের তৎকালাবধি অর্থাৎ তাঁহার প্রকট সময় হইতে ভারতের বহুস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চা (বিগ্রহ) স্থাপন দেখা যায়। এখন পর্য্যন্তও ভারতবাসী প্রায় ভক্তগণের গৃহে গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তির পূজা সেবা পরাভক্তি সহকারে হইতেছে। প্রায় মন্দিরে প্রায় আশ্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তির পূজা সেবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তদীয় শ্রীমূর্ত্তির স্থাপন হেতু ভক্তগণের মানস সিদ্ধিও দেখা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা শ্রবণে তদীয় ভক্তগণের অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবও দেখা যায়। কিন্তু শ্রীশিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এবং শ্রীলক্ষ্মণাবতার শ্রীরামানুজাচার্য্যের ও শ্রীজয়দেবাদি মহৎ-গণের অর্চ্চা মূর্ত্তি স্থাপন কুত্রাপি দেখা যায় না ও শুনা যায় না। তাঁহাদের নাম কীর্ত্তনও ভক্ত সমাজে হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ নাম কীর্ত্তন ভারতের প্রায় স্থানেই হইতেছে, (এমনকি ভারতের বাহিরেও তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন ও নাম-কীর্ত্তন সংপ্রতি আরম্ভ হইয়াছে)। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের **ভগবত্তা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষপ্রমাণ** অব্যাহতভাবে পাওয়া যাইতেছে ॥ ১ ॥

পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রত্যক্ষাদি চারিটী প্রমাণের লক্ষণ উদ্ধৃত করিতেছি—

অর্থসন্নিকৃষ্টং চক্ষুরাদিরিন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষম্। ঘটমহং পশ্যামীত্যাদৌ। অর্থ—অর্থের সহিত সন্নিকৃষ্ট চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অর্থ বলিতে ঘটাদি বিষয় বুঝায়, সন্নিকর্ষ শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ করিতেছে।

অনুমিতিকরণমনুমানং গিরির্বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ, অগ্ন্যাদিজ্ঞানমনুমিতিঃ

তৎকরণং ধূমাদিজ্ঞানম্। অর্থ—অনুমিতির করণকে অনুমান বলে—পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট, কেন না ধূম আছে, ইত্যাদি জ্ঞানে অগ্নিজ্ঞানটী অনুমিতি আর সেই অগ্নিজ্ঞানের যে করণ (অসাধারণ কারণ) তাহা এই ধূমাদি জ্ঞানই।

উপমিতিকরণমুপমানং গোসদৃশো গবয় ইত্যাদৌ সজ্ঞাসজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানমুপমিতিঃ তৎকরণং সাদৃশ্যজ্ঞানম্।

অর্থ—উপমিতির করণই উপমান। যেমন গোসদৃশ গবয় ইত্যাদি স্থলে সজ্ঞা এবং সজ্ঞীর যে সম্বন্ধ তাহার জ্ঞানকেই উপমিতি বলে। উক্ত উপমিতির যেটী করণ (অসাধারণ কারণ) সেটী সাদৃশ্যজ্ঞান, এইটীই উপমান।

আপ্তবাক্যং শব্দঃ যথা নদীতীরে পঞ্চ বৃক্ষাঃ। যথা চাগ্নিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেতেত্যাদি।

অর্থ—আপ্তবাক্যই শব্দ। লৌকিক আপ্তবাক্যের দৃষ্টান্ত—যথা নদীতীরে পাচটী বৃক্ষ আছে। বৈদিক আপ্তবাক্যের দৃষ্টান্ত—যথা স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিষ্টোমদ্বারা যজ্ঞ করিবেন। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবাদি দোষরহিত বাক্যই যথার্থ আপ্ত বাক্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অর্থাপত্ত্যাদি চারিটী প্রমাণের সোদাহরণ লক্ষণ যথাস্থানে প্রকাশ করা হইবে।

অত্র কেচিদাহুঃ,—অনুমানানুকূলং প্রত্যক্ষপ্রমাণং ভবিতুমর্হতি, ন কেবলং। ঐন্দ্রজালিককল্পিতমুদ্রাদীনাং প্রত্যক্ষত্বেঽপি সত্যত্বাভাবেন কার্য্যজননাক্ষমত্বাৎ অতোঽনুমানেন তস্য ভগবত্ত্বাঘটনাৎ ভবদুক্তং কথং ঘটিতে? তথা চ তস্য প্রশস্তভক্তিনিষ্ঠাশ্রবণাৎ ভক্তমুখ্য এব ভবিতুমর্হতি যথা নারদাদিঃ; যো নৈবং স নৈবং যথা রামনৃসিংহবামনাদিঃ; তন্মন্দং। কেবলানুমানেন তত্ত্বনির্ণয়াসিদ্ধেঃ শ্রীমহেশ ঈশ্বরো ভবিতুং নার্হতি তাদৃশৈশ্বর্য্যপ্রকাশাশ্রবণাৎ, বটমূলনিবাসিত্বাৎ, জটাভস্মাস্থিধারিত্বাৎ শশ্মানবিহারিত্বাচ্চ, যথা কাপালিকাদিঃ; যো নৈবং স নৈবং যথা শ্রীনারায়ণঃ। কিঞ্চ ইন্দ্র ঈশ্বরো ভবিতুমর্হতি, সর্ব্বসুখময়স্বর্গবাসিত্বাৎ দেবরাজত্বান্মহাবৈভবযুক্তত্বাচ্চ, যথা ব্রহ্মা, যো নৈবং স নৈবং যথা রক্ষাদিঃ। পশ্য শ্রীশিবস্যেশ্বরতা সর্ব্বশাস্ত্রৈরেব সাধিতা, কিন্তু এতাদৃক্ অনুমানেনানিশ্চয়তা প্রতিপদ্যতে, তথেন্দ্রস্য বৈপরীত্যমতোঽনুমানং স্বাতন্ত্র্যেণ তত্ত্বসাধনে ন ক্ষমমিতি কিঞ্চ গ্রহাণাং বক্রাতিচারাদৌ মায়ামুণ্ডাবলোকনাদৌ বাহ্নমানস্য পরাহতত্বাৎ

কেবলানুমানং ন প্রমাণমিতি যতঃ শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি ব্রহ্মসূত্রেণ শাস্ত্রস্য জ্ঞানকারণত্বমুক্তং নত্বনুমানস্য।

শাস্ত্রমেব যোনির্জ্জ্ঞানকারণং যস্যেতি তত্ত্বাদিতি সূত্রার্থঃ। কিঞ্চ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি ব্রহ্মসূত্রেণ তর্কস্যানাদরঃ কৃত এব। এবমাহ শ্রুতিঃ,—নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি তর্কস্যনুমানগৃহিত এব।

"শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিস্মৃতী"

ইতি ভারতবাক্যাৎ।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"

ইতি স্কান্দাচ্চ অতো নানুমানং স্বাতন্ত্র্যেণ প্রমাণমিতি, কিন্তু শাস্ত্রানুসারি চেৎ তদা প্রমাণমেব। "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ।

শাস্ত্রানুসারি **অনুমানং** ; যথা—

"শ্রীশচীনন্দনো ভগবানেব।"

স্বধর্ম্মপ্রবক্তৃত্বাৎ অসুরপ্রকৃতিকজনবিদ্বেষার্হত্বাৎ সাধুজনশর্ম্মদাতৃত্বাৎ জগন্নাথ-মাধবাদিপাপিষ্ঠজনমোচকত্বাচ্চ। যথা—"শ্রীকৃষ্ণঃ, যো নৈবং স নৈবং যথা জরাসন্ধনরকাদিঃ, অতএব তৎ সদনুমানমিতি ॥ ২ ॥

উপমানমপ্যস্য ভগবত্ত্বসাধনে পর্য্যাপ্তং ভবতি। যথা—শ্রীকৃষ্ণ ইব গৌরচন্দ্রঃ, নরলীলাসাধর্ম্ম্যেণ সংস্থানতুল্যত্বেন স্বভক্তিদাতৃত্বেন জীবানাং মোচকত্বেন চ সাদৃশ্যাৎ। গোবদ্গবয় ইতিবাক্যে সাস্নাদিভিন্নসংস্থানতুল্যত্বেন গবয়স্য গোসাদৃশ্যাৎ তৎপিণ্ডজ্ঞানং ভবতি, তথাত্র কৃষ্ণবর্ণাস্ত্রাদিধারণরাহিত্যেন, স্বরূপস্য তুল্যত্বাৎ রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধো রামরাবণয়োরিবেতিবৎ অভেদোপমানেনাস্য ভগবত্তা সিদ্ধতীতি ॥৩॥

অনুবাদ:—প্রত্যক্ষ প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা সিদ্ধ হইতেছে জানিয়া কেহ কেহ (অর্থাৎ শুষ্ক তার্কিকগণ) বলেন—অনুমান প্রমাণের আনুকূল্যেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ সঙ্গত হয়। অনুমান প্রমাণের আনুগত্যরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে গ্রহণ না করিয়া স্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। যেহেতু ঐন্দ্রজালিক কল্পিত মুদ্রা প্রভৃতির প্রত্যক্ষত্ব থাকিলেও সত্যত্বের অভাবে কার্য্যজনন বিষয়ে অক্ষমতাই প্রকাশ পায়, এই কারণে অনুমান বিরহিত প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নহে। অনুমান প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা সিদ্ধ হয় না বলিয়া

আপনাদের বাক্যও সঙ্গত হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলা চলে না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রশস্ত ভক্তিনিষ্ঠা শ্রবণ করিয়া আমরা তাঁহাকে নারদাদিবৎ একজন মুখ্য ভক্তরূপে অনুমান প্রমাণে স্থির করিয়াছি। অনুমান যথা—প্রশস্ত ভক্তিনিষ্ঠা শ্রবণ হেতু শ্রীগৌরাঙ্গ একজন ভক্তশ্রেষ্ঠরূপেই উল্লেখযোগ্য, যেমন শ্রীনারদাদি। এ বিষয়ে প্রত্যুদাহরণ ও ব্যতিরেকব্যাপ্তিও দেওয়া হইতেছে— যিনি এইরূপ নহেন তিনিও তাহা নহেন। অর্থাৎ যাঁহার এইরূপ ভক্তিনিষ্ঠা নাই তিনি ভক্ত নহেন। যথা—রাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অবতার। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠা আছে বলিয়া তিনি একজন কৃষ্ণভক্ত, কিন্তু ভগবান নহেন, ইহাই কেবলানুমান প্রমাণে সিদ্ধ হইতেছে।

শুষ্ক তার্কিকগণের এইরূপ কল্পিত যুক্তি নিরসন করিতে প্রবন্ধকার বলেন এইরূপ তর্ক অসৎ। কেবল অনুমানে তত্ত্ব নির্ণয় সিদ্ধ হয় না। এইরূপ অনুমানে এইরূপ কল্পনাও করা যাইতে পারে যে—মহেশ ঈশ্বর হওয়ার যোগ্য নহেন অর্থাৎ ঈশ্বর পদবাচ্য নহেন। কারণ তাঁহার তাদৃশ ঐশ্বর্য্য শুনা যায় না। কিন্তু শুনা যায়— তিনি বটমূলবাসী, জটাভস্মাস্থিধারী ও শ্মশানবিহারী। এই সকল কারণে তিনি ঈশ্বর নহেন, যেমন কাপালিকাদি। এইরূপ যিনি নহেন তিনিও তাহা নহেন, যেমন শ্রীনারায়ণ। এইরূপ অনুমানে ইন্দ্রকেও ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। কারণ তিনি সর্ব্বসুখময় স্বর্গবাসী এবং দেবরাজত্ব হেতু মহাবৈভবযুক্ত, যেমন ব্রহ্মা। যিনি এইরূপ নহেন তিনিও তাহা নহেন, যেমন রঙ্ক (দরিদ্র) প্রভৃতি। ওহে তার্কিক দেখ—সর্ব্বশাস্ত্র শিবের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। কিন্তু তোমার এতাদৃশ অনুমানে ঐ ঈশ্বরতার অনিশ্চয়তা প্রতিপাদিত হইতেছে। সেইরূপ ইন্দ্র সম্বন্ধেও বিপরীত দেখা যায় অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রমাণে ইন্দ্র ঈশ্বর নহেন। তোমার অনুমানে কিন্তু ইন্দ্র ঈশ্বর। অতএব স্বতন্ত্ররূপে অনুমান প্রমাণ তত্ত্ব-সাধন বিষয়ে অসমর্থ। আরও জানা যায়—গ্রহগণের বক্রাতিচারাদিতে অথবা মায়ামুণ্ডাবলোকনাদিতে অনুমান পরাহত হয় বলিয়া কেবলানুমান প্রমাণরূপে গ্রাহ্য নহে। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এইরূপ ব্রহ্ম সূত্র (বেদান্ত সূত্রে) থাকায় জ্ঞানের কারণই শাস্ত্র উক্ত আছে। কিন্তু অনুমান নহে, ইহা উক্ত হইল। শাস্ত্রই যোনি অর্থাৎ তত্ত্ববোধের কারণ ইহাই সূত্রার্থ। আরও দেখা যায় "তর্কা-

প্রতিষ্ঠানাৎ" এই ব্রহ্ম সূত্র দ্বারা তর্কের অনাদর করা হইয়াছে। এইরূপ শ্রুতিতেও (কঠোপনিষৎ ১।২ বল্লীতেও) উক্ত আছে—শ্রীযম নাচিকেতাকে বলেন, হে প্রিয়তম! তোমার এই মতিকে তর্ক দ্বারা অসার বিষয়ে পরিচালনা করা সঙ্গত নহে, কারণ ভগবৎতত্ত্ববিৎ গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্টা হইলে এতাদৃশী মতি ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। এই বাক্যে তর্ক শব্দে অনুমান অর্থ গৃহীত হইয়াছে। মহাভারত বাক্যে উক্ত আছে—শুষ্ক তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি ও স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ কর। স্কন্ধ পুরাণেও উক্ত আছে—যে বস্তু অচিন্ত্য তাহার নির্ণয়ের জন্য তর্কের যোজনা করিতে নাই। অতএব অনুমান স্বতন্ত্ররূপে প্রমাণ নহে। অনুমান যদি শাস্ত্রের অনুসরণ করে তবে তাহাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়। "শ্রোতব্য ও মন্তব্য" এইরূপ শ্রুতি বাক্য আছে। মন্তব্য বলিতে বেদানুযায়ী তর্ক দ্বারা নিশ্চেতব্য অর্থ বুঝিতে হইবে। ইত্যাদি প্রমাণে শাস্ত্রানুগত অনুমান গ্রাহ্য বলা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বিষয়ে শাস্ত্রানুসারি **অনুমান** যথা—"শ্রীশচীনন্দন ভগবানই।" যেহেতু তিনি স্বধর্ম্মের (স্বীয় ভক্তিধর্ম্মের) বক্তা এবং অসুরপ্রকৃতি জনগণের বিদ্বেষাহ (অর্থাৎ যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসুরগণ দ্বেষ করিত, সেই প্রকার অসুরপ্রকৃতি জনগণই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি দ্বেষ করে বলিয়া তাহাদের অপ্রীতির উপযুক্ত পাত্র)

পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদধর্ম্ম করি করে ঈশ্বর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উল্লুক না দেখে যথা সূর্য্যের কিরণ॥
অসুর স্বভাবে কৃষ্ণ কভু নাই মানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥ চৈঃ চঃ আঃ

তিনি সাধুগণের প্রেমসুখদাতা ও জগাই মাধাই প্রভৃতি মহা পাপিষ্ঠ জনগণে মুক্তিদাতা, যেমন শ্রীকৃষ্ণ। যিনি এইরূপ নহেন তিনিও তাহা নহেন, যেমন জরাস

ও নরকাসুরাদি। অতএব শাস্ত্রানুসারি অনুমানই সদনুমান বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

উপমান প্রমাণও শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্ব সাধন করিতে সমর্থ। নরলীলা সাধর্ম্ম্যে, সংস্থান (আকৃত্যাদি) তুল্যত্বে এবং স্বভক্তিদাতৃত্বে ও জীবসমূহের সংসার মোচকত্ব কার্য্যে সাদৃশ্য থাকা হেতু শ্রীকৃষ্ণবৎ শ্রীগৌরচন্দ্রই। গোবৎ গবয় এই বাক্যে গলকম্বলাদি ভিন্ন আকৃত্যাদির তুল্যত্বে গবয়ের (পশু বিশেষের) গোসাদৃশ্য থাকাতে তৎপিণ্ডজ্ঞান অর্থাৎ সজ্ঞাসজ্ঞি **সম্বন্ধজ্ঞান** (যে জ্ঞানকে উপমিতি বলা যায় তাহা) হইয়া থাকে। সেই প্রকার এ স্থলে কৃষ্ণবর্ণ ও অস্ত্রাদি (সুদর্শন প্রভৃতি) ধারণ না থাকায় এবং স্বরূপের তুল্যতা হেতু "রাম রাবণের যুদ্ধ রামরাবণের তুল্য এই ন্যায়ানুসারে অভেদোপমান বশতঃ (শ্রীগৌর ও কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ থাকাতে তাদৃশ উপমান বশতঃ) শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩ ॥

নন্থ প্রত্যক্ষানুমানোপমানৈস্তস্য ভগবত্তা সাধিতৈব। কিন্তু তানি শব্দমূলানীতি ফলেন প্রতিপাদিতং, শব্দস্যাপ্যবাক্যমেব। অতঃ **শব্দ প্রমাণং** দর্শত্যাং নাম যেন সর্ব্বেষাং প্রতীতির্জায়তে, সাধু সাধু সমাধানং শৃণুত।

তথা চ শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ :—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

ইতি যদা যদা ইতি যুগে যুগে ইতি বিপ্সায়াং প্রতিযুগে তস্যাবতরণং প্রতীয়তে, অতঃ কলাবপ্যবতারঃ প্রাপ্ত এব। যত্তু,

"প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
অতএব হি শাস্ত্রাদৌ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥"

ইতি শ্রূয়তে তত্তু ন কলিযুগাবতারনিষেধপরং কিন্তু শুক্লাদিবৎ যুগাবতার-লক্ষণং চতুর্ভুজাদিরূপং ধৃত্বা ন দৃশ্যতে। অয়ন্তু প্রেয়সীবর্ণভাবমাশ্রিত্য ভক্তব-ন্ময্যতয়া দৃশ্যতে মোহিনীবৎ।

অতএব বৃহন্নারদীয়ে চৈবমুক্তম্ :—

"অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।

ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথা ॥"

ইত্যত্র প্রচ্ছন্নত্বং প্রেয়সীত্বিষাবৃতত্বমিতি ব্যাখ্যাতারঃ। কেচিত্তু চতুর্ভু- জ্যাবরণমিত্যাহুঃ।

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদেন :—

"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ
লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতিপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥"

ইতি যুগানুবৃত্তং ধর্ম্মমিতি :—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥"

ইতি বচনেন কলৌ হরিকীর্ত্তনং যুগানুবৃত্তঃ ধর্ম্মঃ। তং শ্রীগৌররূপেণ ত্বং পানীতার্থঃ। নন্বেবং তবাভিমতে মম ত্রিযুগনাম্নো ব্যাকোপঃ স্যাৎ। তত্রাহ ছন্নঃ কলাবিতি ছন্নত্বং রূপভাবান্তরাপত্তিঃ। শ্রীঅজিতস্য মোহিনীরূপবৎ শ্রীশিবস্য কিরাতবেশভাববচ্চ। অতঃ কলৌ যুগাবতারঃ সিদ্ধত্যেব।

অনুবাদঃ—প্রশ্ন—প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমান প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা সাধিত হইল। কিন্তু ঐ প্রমাণত্রয় শব্দমূল বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। শব্দ কিন্তু আপ্তবাক্যই অতএব শব্দ প্রমাণ দেখান হউক যে প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা সম্বন্ধে সকলের বিশ্বাস জন্মিবে। এইরূপ শ্রবণ করিয়া প্রবন্ধকার বলিতেছেন— তোমরা সুন্দর জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এক্ষণে **শব্দপ্রমাণ** শ্রবণ কর। যথা— শ্রীভগবদ্গীতা (৪।৭,৮)—

শ্রীভগবান বলেন—হে অর্জ্জুন! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজকে প্রকট করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারীগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন নিমিত্তই আমি যুগে যুগে প্রকট হই।

প্রথম শ্লোকে "যদা যদা হি" দ্বিতীয় শ্লোকে "যুগে যুগে" দ্বিবার উক্তি থাকায় প্রতি যুগে শ্রীভগবানের অবতরণ বুঝা যায়। অতএব কলিযুগে যে অবতার প্রকট হন ইহাতে কোনপ্রকার সংশয় নাই। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে বাক্

আছে —শ্রীভগবান প্রত্যক্ষরূপে কলিযুগে প্রকট হন না বলিয়া শাস্ত্রাদিতে তিনি ত্রিযুগ নামে সর্ব্বতোভাবে কথিত হইয়া থাকেন। ইত্যাদি বাক্য শুনা যায় তাহা কলিযুগাবতার নিষেধ পর নহে অর্থ্যৎ ঐ বাক্যে কলিযুগে অবতার নাই এরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু শুক্লাদি অবতারের ন্যায় যুগাবতার লক্ষণ চতুর্ভুজাদি রূপ ধারণ করিয়া শ্রীভগবান কলিযুগে দেখা দেন না এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। চতুর্ভুজাদি রূপকে প্রত্যক্ষ রূপ বলে। * বর্ত্তমান কলিতে চতুর্ভুজাদিরূপে অবতরণ না করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহাই বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর বাক্যের অর্থ। এই কলি যুগীয় অবতার কিন্তু প্রেয়সী শ্রীরাধার বর্ণ এবং ভাবকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ রাধাভাব-কান্তি গ্রহণ করিয়া ভক্তের ন্যায় নিজকে মনে করিয়া অর্থাৎ ভক্তরূপে প্রকট হইয়া থাকেন। শ্রীঅজিত যেমন মোহিনীরূপে প্রচ্ছন্ন প্রকট হইয়াছিলেন সেইরূপ এই অবতারকে প্রচ্ছন্নাবতার বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণেও (৫।৩৫) উক্ত আছে—শ্রীভগবান বলিলেন হে বিপ্র! আমিই কলিযুগে নিত্য প্রচ্ছন্ন বিগ্রহরূপে। অর্থাৎ আমার প্রচ্ছন্ন বিগ্রহও নিত্য তদ্রূপে। অবতীর্ণ হইয়া ভগবদ্ভক্তরূপেই অর্থাৎ মদ্ভক্তরূপেই লোক সকলকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকি।

এই শ্লোকে প্রচ্ছন্নত্বের অর্থ—প্রেয়সীর (শ্রীরাধার) কান্তিদ্বারা আবৃতত্ব বুঝিতে হইবে। ব্যাখ্যা কর্ত্তারা এইরূপ অর্থ করেন। কেহ কেহ বলেন প্রচ্ছন্নত্ব বলিতে চতুর্ভুজত্বাদির আবরণ অর্থ বুঝায়।

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ও (শ্রীভাঃ ৭।৯।৩৭) বলিয়াছেন—হে মহাপুরুষ আপনি এইপ্রকার মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, দেব ও ঝষ প্রভৃতি অবতারদ্বারা লোক-সকলের পালন ও জগতের অহিতকারী শত্রুদিগের বিনাশ করেন এবং যুগানুবর্ত্তী ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু কলিযুগে আপনি ছন্ন থাকিয়াও

---

* বর্ত্তমান কলি বলিতে বৈবস্বত মন্বন্তর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলি অর্থ বুঝায়। কেবল এই কলিতেই প্রচ্ছন্নাবতার। এই কলিকে অসাধারণ বা বিশেষ কলিযুগ বলা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত নামক (মৎ সঙ্কলিত) গ্রন্থে সাধারণ ও বিশেষ কলির অবতার সম্বন্ধে বিচার আছে দ্রষ্টব্য।

[অর্থাৎ অন্যান্য যুগত্রয়বৎ প্রকাশ্যভাবে পালন ও অসুর বিনাশাদি না করিয়াও] কলিযুগানুবৃত্ত ধর্ম্ম (হরিনাম সংকীর্ত্তন) প্রচার করিয়া থাকেন। এই জন্যই আপনি "ত্রিযুগ" বলিয়া কীর্ত্তিত হন অর্থাৎ তিনযুগে প্রকাশ্যরূপে এবং কলিযুগে প্রচ্ছন্নরূপে আবির্ভূত হন।

এই শ্লোকে যুগানুবর্ত্তী ধর্ম্মকথা থাকাতে কলিযুগের ধর্ম্ম শ্রীহরিকীর্ত্তনই প্রমাণিত হইতেছে—(শ্রীভাগবত ১২।৩।৫২) অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞসমূহে বিষ্ণু যজন করিয়া ও দ্বাপরযুগে বিষ্ণুর পরিচর্য্যা করিয়া যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, সেই সকল (ত্রিযুগ সাধনের ফল) কলিতে হরিকীর্ত্তন মাত্রেই পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহ দেবকে বলিলেন কলিযুগের ধর্ম্ম হরি কীর্ত্তন, তাহাকেই আপনি শ্রীগৌররূপে পালন করেন। শ্রীনৃসিংহ বলিলেন—তোমার অভিমতে যদি কলিতে আমি শ্রীগৌররূপে ধর্ম্ম পালন করি তাহা হইলে আমার— ত্রিযুগ নামের বিরোধ ঘটে। তদুত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন কলিতে আপনি চ্ছন্নরূপে প্রকট হন। যেমন শ্রীঅজিত (মন্বান্তরাবতার) মোহিনীরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, এবং শ্রীশিবও যেমন কিরাতের বেশে ও ভাবে নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রকট হইয়াছিলেন, সেইরূপ বিশেষ কলিযুগীয় অবতার (শ্রীরাধার) রূপ ও ভাবান্তরে আচ্ছন্ন হইয়া প্রকট হন। অতএব কলিযুগে অবতার সিদ্ধ হইতেছে।

নন্বেবং ছন্নাবতারত্বং সিদ্ধতু নাম বর্ণান্তরেণ ছন্নত্বং সম্ভবতি। কুতঃ পীতবর্ণত্বং যেন চ প্রেয়সীবর্ণ উৎপ্রেক্ষতে, নৈবং তত্র শ্রীগর্গাচার্য্যবচনমস্তি, যথা—

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

ইতি পারিশেষ্যাৎ বিদ্যুদ্‌গৌরকান্তিকমিত্যর্থঃ। এষ তু প্রাচীনতদবতারাপেক্ষয়োক্তস্তথেত্যনন্তরং পীতকৃষ্ণয়োঃ সান্নিধ্যাৎ, যত্র কলিসন্ধ্যায়ান্ত শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি তস্মিন্ কলাবয়মপি। অতএব বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী" ইতি।

এষামর্থঃ "হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজমিতি" শ্রীসূক্তাৎ ; হিরণ্যবর্ণা, শ্রীরাধারূপা যা লক্ষ্মীস্তাং বর্ণভাবাদিনা অনুকরোতীতি, "নাম নিঙন্তান্ত ইনন্ত"

ইতি, বৃঙ্ ইতি নান্তঃ। রাধাভাববর্ণযুক্ত ইত্যর্থঃ।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং

কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।" ইত্যাদি মুণ্ডকশ্রুতেঃ

হেম সুবর্ণং তদঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে যেন সঃ। সর্ব্বে গত্যর্থা জ্ঞানার্থা ইতি শাসনাৎ, যদ্বর্ণনিদর্শনেন হেমজ্ঞানং ভবতি, অন্যথা পৌনরুক্ত্যাপত্তিঃ স্যাৎ। বরো মহান্ অঙ্গং গাত্রং যস্য মহাপুরুষ ইত্যর্থঃ।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।

ইতি শ্বেতাশ্বতরাণামুপনিষদঃ।

চন্দনপঙ্কেন রচিতং যদঙ্গদং কেয়ূরং তদ্বিশিষ্টঃ। অবতারান্তরো রত্নাদি-নির্ম্মিত কেয়ূরধারী ভবতি ইত্যস্যৈব বৈশিষ্ট্যবোধকমেতদিত্যর্থঃ। যতঃ সন্ন্যাসকরণাৎ ত্যক্তভূষণঃ। অতএব তৎস্তোত্রে—

"সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ" ইতি।

এষামর্থঃ—সন্ন্যাসং তদাশ্রমধর্ম্মং কৌপীনদণ্ডকমণ্ডলুমাশ্রয়তে যঃ সঃ সন্ন্যাসকৃৎ। এতত্তু গৌরস্যাসাধারণং নাম, অন্যাবতারে তদশ্রবণাৎ। যত্তু ঋষভস্য প্রব্রজ্যা শ্রূয়তে তত্তু "আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেচ্চরেদবিধিগোচরঃ ইত্যেকাদশস্কন্ধীয় শ্রীভগবদ্ বাক্যাৎ—চতুরাশ্রমাতীতপারমহংস্যধর্ম্মাশ্রয়াদিতি।"

তথাচ পঞ্চমস্কন্ধেঃ—

"এবমনুশাস্যাত্মজান্ স্বয়মনুশিষ্টানপি লোকানুশাসনার্থং মহানুভাবঃ, পরম-সুহৃদ্ভগবান্ ঋষভাপদেশ উপশমশীলানামুপরতকর্ম্মণাং মুনীনাং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্য-লক্ষণং পারমহংস্যমুপশিক্ষমাণঃ স্বতনয়শতজ্যেষ্ঠং পরমভাগবতং ভগবজ্জনপরায়ণং ভরতং ধরণীপালনায়াভিষিচ্য স্বয়ং ভবন এবোর্ব্বরিতশরীরমাত্রপরিগ্রহ উন্মত্ত ইব গগনপরিধানঃ প্রকীর্ণকেশ আত্মন্যারোপিতাহবনীয়য়ো ব্রহ্মবর্ত্তাৎ প্রবব্রাজেতি।" অত্র তস্য নগ্নত্বং কেশধারকত্বাদি শ্রূয়তে, অতো ন সন্ন্যাসাশ্রমণং কৃতমিতি, অতঃ পারিশেষ্যত্বেন শ্রীগৌরো লভ্যতে ইতি।

কলিপাপং শময়তীতি শমঃ। জনানাং কলিপাপশমনে যা চিন্তাসীৎ তস্যাঃ স নিবৃত্তো ভূতো ইতি শান্তঃ।

তথা নিষ্ঠা :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

ইতি স্বস্য স্থিরতা তস্যাঃ শান্তিরুপশমো যত্র সঃ। করুণ ইব অভক্তোঽপি ভজনাৎ। অতঃ পরায়ণং ভক্তা আত্মীয়াস্তদ্ভিন্নাঃ পরে তেষামপ্যাশ্রয়মিত্যর্থঃ।

অনুবাদঃ—প্রশ্ন—কলিতে এইরূপ ছন্নাবতারত্ব সিদ্ধ হউক। বর্ণান্তরে ছন্নত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু পীতবর্ণত্ব কেমন করিয়া হয়? যে কারণে প্রেয়সীর (শ্রীরাধার) বর্ণ উৎপ্রেক্ষা করা হইতেছে।

উত্তরঃ—এইরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ পীতবর্ণ সম্বন্ধে শ্রীগর্গাচার্য্যের বাক্য আছে, যথা—ইহার শুক্ল, রক্ত ও পীত বর্ণ অতীত হইয়াছে, ইনি সংপ্রতি কৃষ্ণবর্ণ প্রকট করিয়াছেন। এই বাক্যে সত্যযুগে শুক্ল ও ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ অতীত হইয়াছে। পীতবর্ণটি পূর্ব্বকল্পগত তদবতারকে লক্ষ্য করিয়াই পারিশেষ্য ন্যায়ে উক্ত হইয়াছে। পীত শব্দে বিদ্যুৎ গৌর কান্তি অর্থ বুঝায়। এই অবতার প্রতি কল্পে বৈবস্বত মন্বন্তর অষ্টাবিংশতিচতুর্যুগীয় কলিযুগে অবতীর্ণ হন। ইহাই শ্রীগর্গ বাক্যের অর্থ। শ্রীগর্গের বাক্যে 'তথা' শব্দের পরে 'পীত' অর্থাৎ পীত বর্ণটি ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের সান্নিধ্য হেতু যে কলির সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন সেই কলিযুগেই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকটিত হন। অতএব শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম স্তোত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম নির্দ্দেশ আছে, যথা—**সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ ও চন্দনাঙ্গদী।** (সন্ন্যাসকৃৎ প্রভৃতি পরে দেখান হবে)।

সুবর্ণ বর্ণ প্রভৃতি নামের অর্থ—ঋগ্‌বেদে লক্ষ্মীসূক্তে 'হিরণ্যবর্ণাং' ইত্যাদি মন্ত্রে হিরণ্যবর্ণার অর্থ—শ্রীরাধারূপা লক্ষ্মী। যিনি বর্ণ ভাব দ্বারা হিরণ্যবর্ণার অনুকরণ করেন তিনি **সুবর্ণবর্ণ**। অর্থাৎ শ্রীরাধার বর্ণভাব যুক্ত শ্রীকৃষ্ণই গৌরাঙ্গ। বৃঙ্ ধাতু নান্ত করিলে বর্ণ হয়। পাণিনী ব্যাকরণের 'নাম' ইত্যাদি সূত্রে অনুকরণার্থে "সুবর্ণবর্ণ" পদ সাধিত হইয়াছে। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে নামধাতু প্রকরণে যমিবাচরতি ইত্যর্থে তস্মাৎ ক্যন্। কাচিৎ ক্যঙ্ ক্বিপ্। এই সূত্রদ্বয়েও "সুবর্ণ বর্ণঃ" নিষ্পন্ন হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ যে সুবর্ণ বর্ণ, ইহা মুণ্ডক শ্রুতিতেও উক্ত আছে—সাধক যখন ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বংশে জাত স্রষ্ট্যাদি কর্ত্তা নরাকৃতি রুক্মবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) ঈশ্বরকে অনুভব করিবেন, তখনই তিনি সংসার হইতে মুক্ত হইবেন।

হেমাঙ্গের অর্থঃ—হেমের অর্থ সুবর্ণ, অঙ্গধাতু গত্যর্থ হইলেও উহা জ্ঞানার্থেও প্রযোজ্য হয়। হেম অঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে যেন সঃ হেমাঙ্গঃ। অর্থাৎ যাঁহার শ্রীঅঙ্গ বর্ণের নিদর্শন দ্বারা সুবর্ণ জ্ঞান হয় তিনিই হেমাঙ্গ। অন্যথা পুনরুক্ত হয়।

বরাঙ্গের অর্থঃ—বর (মহান্) দেহ যাঁহার, তিনি।

বরাঙ্গ অর্থাৎ মহাপুরুষ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ (৩।১২) প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গই মহাপুরুষ ও মহাপ্রভু ইনিই শুদ্ধসত্ত্বের (ভক্তিযোগের) প্রবর্ত্তক।

চন্দনাঙ্গদীর অর্থঃ—চন্দনপঙ্কে রচিত অঙ্গদ (কেয়ূর) ধারণ করেন বলিয়া চন্দনাঙ্গদী। অন্যান্য অবতার কিন্তু রত্ন নির্ম্মিত কেয়ূরধারী। ইনি চন্দনাঙ্গদী বলিয়া ইহার বৈশিষ্ট্য চন্দনাঙ্গদই সূচনা করিতেছে। যেহেতু ইনি সন্ন্যাসী, অতএব ত্যক্তভূষণ। সহস্রনামোক্ত সান্নাসকৃৎ ইত্যাদি নামের অর্থ বলা হইতেছে—

সন্ন্যাসকৃৎ ইহার অর্থ—সন্ন্যাসাশ্রমের ধর্ম্ম কৌপীন ও দণ্ডকমণ্ডলুকে আশ্রয় করা (গ্রহণ করা) এই অর্থেই সন্ন্যাসকৃৎ। ইহা কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্রের অসাধারণ নাম। কারণ অন্যাবতারে সন্ন্যাসকরণ শুনা যায় না। যদি বলেন— শ্রীঋষভাবতারে সন্ন্যাস ধর্ম্ম শুনা যায়ঃ তাহা কিন্তু পারমহংস্য ধর্ম. সন্ন্যাস ধর্ম নহে। একাদশস্কন্ধীয় (১৭।৩৮ ও ১৮।২৮) শ্রীভগবদ্বাক্যে চতুরাশ্রমকে অতিক্রম করিয়া পরমহংস ধর্ম্ম আছে। এই ধর্ম্মকে শ্রীঋষভদেব আশ্রয় করিয়াছিলেন। পঞ্চমস্কন্ধেও (৫।২৮) এই পারমহংস্য ধর্ম্মের নাম উল্লেখ আছে—শ্রীশুকদেব বলিলেন মহানুভব পরমসুহৃদ ভগবান, ঋষভদেব সুশিক্ষিত পুত্রদিগকেও লোকশিক্ষা নিমিত্ত উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া স্বয়ং উপশমশীল উপরতকর্মা মহামুনিগণের ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যলক্ষণ পরমহংসধর্ম অধিক-রূপে শিক্ষাদান নিমিত্ত নিজের শতপুত্র মধ্য শ্রেষ্ঠ পরমভাগবত ভগবজ্জন-পরায়ণ ভরতকে পৃথিবী পালনের জন্য অভিষিক্ত করিয়া উন্মত্ততুল্য, দিগম্বর বিক্ষিপ্ত কেশ ও শরীরমাত্রাবশিষ্ট হইয়া আহবনীয় অগ্নিকে আত্মাতে আরোপণ করিয়া অর্থাৎ যজ্ঞীয় হোম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক স্বীয় দেশ হইতে প্রব্রজ্যা করিলেন।

এই বাক্যে শ্রীঋষভদেবের নগ্নত্ব ও কেশধারকাদিত্বাদি শুনা যায়, অতএব

ইনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন নাই। সন্ন্যাসাশ্রমে নগ্নত্বাদি আচরণ নাই। কিন্তু ঋষভদেব পরমহংস ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন। অন্য কোনও অবতারে সন্ন্যাসকরণ না থাকায় পারিশেষ্যন্যায়ে শ্রীগৌরাবতারে তাহা আছে বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অসাধারণ নাম সন্ন্যাসকৃৎ বুঝিতে হইবে।

শমের অর্থ—কলি পাপকে শমন (দমন) করেন বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শম।

শান্তের অর্থ—কলিকালের পাপ দমন করিতে শ্রীকৃষ্ণের যে চিন্তা ছিল, তিনি শ্রীগৌরাবতারে ঐ চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শান্ত।

নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণের অর্থ—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় (৪।১১) শ্রীকৃষ্ণের যে প্রতিজ্ঞা বাণী আছে—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আলে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলেন—যে জন আমার চরণে যে ভাবে শরণাগত হয়, আমি তাহার তাদৃশ শরণাগতি ভাবানুরূপ তাহাকে ভজন করি।

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা বাণীর যে নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিরতা ছিল তাহা শ্রীগৌরাবতারে শান্তি (উপশম বা নিবৃত্তি) প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীগৌরাবতারে ঐ প্রতিজ্ঞা বাণী থাকিল না। কারণ করুণ ব্যক্তির ন্যায় অভজনকারীদিগকেও ভজন করিলেন। অতএব "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই প্রতিজ্ঞা বাণী শ্রীগৌরাবতারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। কারণ এই অবতারে মহাকারুণ্যগুণ বিকাশ পাওয়ায় মহা পতিত পাষণ্ড যবনাদিও মহাপ্রেমবৈভব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেম ভক্তি না দেন রাখে লুকাইয়া॥"
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যেরে কা কথা॥ চৈঃ চঃ

এই নিষ্ঠাশান্তির কারণেই তিনি পরায়ণ। পরের (অভক্তের) অয়ন (আশ্রয়) এই অর্থে পরায়ণ। অর্থাৎ ভক্তগণ তাঁহার আত্মীয়, তদ্ভিন্ন সকলে পর। অভক্তগণ 'পর' হইলেও তাহাদেরও যিনি পরায়ণ অর্থাৎ আশ্রয়।

অত্র শ্রীগৌরস্যাবতারতা সুষ্ঠু সুসিদ্ধা এব, এবং বেদস্তুতৌ চ

"দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায়তবাত্মতনো
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ" ইতি।

অস্যার্থঃ—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং প্রাপয়তি" ইতিশ্রুতেঃ। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি ভগবদ্বচনাচ্চ; ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থং ভক্তিরেব কর্ত্তব্যা নাপবর্গাদিসাধনং। অতঃ করুণয়া কেবলভক্তিশিক্ষণার্থং ভক্তরূপেণ স্বতঃ গৌরাবতারঃ কৃতবানিত্যাহঃ দুরবগমেতি।

যোগেশ্বরৈরপ্যবোধঃ যদাত্মতত্ত্বং শুদ্ধভক্তিবেদ্যত্বং তস্য নিগমায় জ্ঞাপনায় তবাত্মতনোরাবিষ্কৃতমূর্ত্তেরিতি, শুদ্ধভক্তিশিক্ষাণার্থমবতরণং তু শ্রীগৌরস্যৈব নান্যাবতারস্যেতি বিবেচনীয়ং। অতঃ পরং শ্রীস্বামিপাদটীকাচরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ চরিতমেব মহামৃতাব্ধিস্তস্মিন্ পরিবর্ত্তো বিগাহস্তেন পরিশ্রমণাঃ পরি বর্জ্জনার্থঃ শ্রমণং শ্রমঃ, গতশ্রমা ইত্যর্থঃ। অপবর্গমপি কেচিন্ন পরিলষন্তি নেচ্ছন্তি, কুতোঽন্যবিন্দ্রপদাদি। কেচিদিতি এবম্ভূতা ভক্তিরসিকা বিরলা ইতি দর্শয়ন্তি। ন কেবলমন্যন্নেচ্ছন্তি কিন্তু তেনৈব সুখেন পূর্ণাঃ সন্তঃ পূর্ব্বসিদ্ধ গৃহাদিসুখমপ্যুপেক্ষন্তে ইত্যাহ তে চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহা ইতি। তব চরণসরোজে হংসা ইব রমমাণা যে ভক্তাস্তেষাং কুলং তেন সঙ্গস্তেন বিসৃষ্টা গৃহা যৈস্তথা। অনেন শ্রবণকীর্ত্তনে দর্শিতে। এতেষাং উদাহরণঞ্চ শ্রীরূপসনাতনগোস্বামিপ্রভৃতয়ঃ তৎসঙ্গত্যক্তগৃহাঃ শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভৃতয়ঃ।

"অনেন শ্রবণকীর্ত্তনে দর্শিতে" ইত্যনেনাস্যাবতারস্য শ্রবণকীর্ত্তনপ্রধানং যজনমিত্যবগমাৎ ;—

"যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।" ইত্যনেনৈকার্থতা সম্পদ্যত ইত্যবধেয়ম্।

অনুবাদ ঃ—শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম স্তোত্রে সুবর্ণবর্ণ ইত্যাদি নামে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারতা উৎকৃষ্টরূপে সুসিদ্ধই হইয়াছে, ইহা দেখান হইল। এই প্রকার বেদ স্তুতিতে (ভাঃ ১০।৮৭) দুরবগম ইত্যাদি শ্লোকে—

শ্রীগৌরাঙ্গাবতারতা উৎকৃষ্টরূপে সুসিদ্ধই আছে তাহা প্রকাশ করা হইতেছে, শ্লোকার্থ এইরূপ—কেবল শ্রীভক্তিই সাধককে শ্রীভগবানের লীলাময় ধামে লইয়া যান, একমাত্র শ্রীভক্তিই সাধক ব্যক্তিকে ভগবৎ পাদপদ্ম প্রাপ্তি করান। এই শ্রুতি প্রমাণে এবং "আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারা গ্রাহ্য হই" (ভাঃ ১১।১৪।২১) শ্রীভগবৎ-বাক্য প্রমাণে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ভক্তিই কর্ত্তব্য, অপবর্গাদির সাধন কর্ত্তব্য নহে, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। অতএব করুণায় কলিহত জীবদিগকে কেবল ভক্তি শিক্ষা দানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরূপে শ্রীগৌরাবতার হইয়াছেন অর্থাৎ ভক্তভাব লইয়া গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রুতিগণ সেই শ্রীগৌরাবতারের মহিমা বলিতেছেন—হে ঈশ্বর! যোগেশ্বরগণ কর্ত্তৃকও আপনার আত্মতত্ত্ব দুর্ব্বোধ, তাহা কেবল ভক্তি-বেদ্য। ঐ আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্য আপনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইরূপ শ্রুতিবাক্যে শুদ্ধভক্তি শিক্ষাদানের জন্য কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের অবতরণ হইয়াথাকে, অন্য কোন অবতার আসেন না, ইহা বিবেচনীয়। অনন্তর শ্লোকার্থ শ্রীস্বামিপাদ টিকায় আছে, যথা—আপনার চরিতই মহা অমৃত সাগর সেই অমৃত সাগরে কেহ কেহ নিরন্তর অবগাহন করিয়াও শ্রমবোধ করেন না। তাঁহারা ঐ অমৃত সাগরে অবগাহন করিয়া অপবর্গকেও অভিলাষ করেন না, তাঁহারা কি কারণে অন্য ইন্দ্রাদি পদের জন্য অভিলাষ করিবেন? 'কেহ কেহ' বলাতে—এইরূপ ভক্তিরসিকগণ জগতে বিরল (অত্যল্প) ইহাও শ্রুতিগণ দেখাইলেন। তাঁহারা কেবল অন্য বিষয়ে ইচ্ছা করেন না কিন্তু ঐ মহামৃত সাগরে অবগাহন জনিত মহাসুখেই পূর্ণ হইয়া পূর্ব্ব সিদ্ধ গৃহাদি সুখকেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ অর্থ লইয়া শ্রুতিগণ বলেন—যে ভক্তগণ হংসের ন্যায় আপনার চরণকমলে রমমাণ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গেই আপনার কথামৃতাস্বাদন হয় বলিয়া তাদৃশ কথারসাস্বাদক ভক্তগণ গৃহাদি সুখকেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই অর্থ দ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তি দেখান হইল। যাঁহারা ভগবচ্চরণকমলে হংসের ন্যায় রমমাণ হন, তাঁহাদের উদাহরণ স্বরূপ শ্রীরূপসনাতন গোস্বামী প্রভৃতি। তাঁহাদের সঙ্গেই শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি

গৃহাদি সুখ ত্যক্ত হইয়াছে। "অনেন শ্রবণকীর্ত্তনে দর্শিতে" শ্রীস্বামিপাদের এই উক্তি দ্বারা এই অবতারের অর্থাৎ শ্রীগৌরাবতারের যজন (আরাধনা) শ্রবণকীর্ত্তন প্রধান ভক্তিযোগেই হইয়া থাকে, এই প্রকার বোধ হওয়ায় যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (ভাঃ ১১। ৫। ৩২) ইত্যাদি শ্লোকার্থের সহিত একার্থতা সম্পন্ন হইতেছে ইহা অবধারণীয়। অর্থাৎ সুমেধাগণ কলিযুগের উপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গকে সংকীর্ত্তন প্রধান অর্চ্চনাদি ভক্তি দ্বারাই আরাধনা করিয়া থাকেন। এই অর্থ "দুরবগম" শ্লোকেও পাওয়া যায় বুঝিতে হইবে।

প্রতিযুগং ভগবদবতারো বেদস্তুতৌ যথা—

ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়ো
গুর্ণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ।
অনুযুগমন্বহং সগুণগীতপরম্পরয়া
শ্রবণভৃতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈরিতি ॥

অস্যার্থঃ—ননু যদি কামজটাত্যাগো যোগিনামপি দুষ্করস্তদা কেষামপি মুক্তির্মাভূৎ। মুক্তিনাম তু কথামাত্রমেব তদা কিমর্থং বা মুমুক্ষবো মাং ভজেয়ুস্তত্রাহ ত্বদবগমীতি। যর্হি অন্বহং মনুজৈস্ত্বং শ্রবণভৃতঃ শ্রবণেন চেতসি ধৃতঃ, শ্রবণং কীর্ত্তনাদীনামুপলক্ষণং, তর্হি তেষামপবর্গগতিঃ অপবর্গরূপাঃ গতির্যস্মাত্তয়া ভবসি, তদৈব মুক্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

যতো ভবদুত্থশুভাশুভয়োগুর্ণবিগুণান্বয়ান্ দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ ন বেত্তি। কথং শ্রবণভৃতঃ অনুযুগং প্রতিযুগং লক্ষীকৃত্য সগুণগীতপরম্পরয়া। তত্তদ্ যুগাবতার লীলাসম্বলিতগীতপরম্পরা উপদেশসন্ততিঃ তয়া। সম্প্রদায়ানুসারেণেত্যর্থঃ।

তত্তদ্যুগগীতং ক্রমেণ যথৈকাদশে ঃ—

"হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥"
"বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ।"
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে ॥
"নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥

নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥"

ধ্যেয়ং সদেতি, ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজেতি, এতদপরত্র ব্যাখ্যাষ্যাম। এতেন প্রতিযুগং ভগবদবতারঃ সাধিতঃ। কিঞ্চ মাৎস্যে ভূমিস্তুতৌ—

"মম ভারাবতরণং জগতো হিতকাম্যয়া।"

"ইত্যত্র কলৌ ভগবদবতরণং নাস্তি;" ইতি বাক্যন্ত অদীর্ঘদর্শিনামেবেতি। নন্বেবং ভবতু তথাত্বং ভগবদবতরণে সদ্ধর্ম্মরক্ষণং সাধুজনপরিত্রাণঞ্চ হেতুত্বেন ভবতা এব দর্শিতং। শ্রীকৃষ্ণেন তত্তৎ সাধিতমেব। কিঞ্চ—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতস্য স্থিত্যা তত্তৎকার্য্যসিদ্ধিঃ। কিমর্থমল্পকালেন পুনস্তস্যাবতরণং যুজ্যতে? অত্রোচ্যতে—

দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং
পূর্ভির্ময়েন রচিতাভিরদৃশ্যতূর্ভিঃ।
লোকান্ ঘ্নতাং মতিবিমোহমতিপ্রলোভং
বেষং বিধায় বহু ভাষ্যত ঔপধর্ম্ম্যম্ ॥

বহু ভাষ্যত ঔপধর্ম্ম্যং পাষণ্ডধর্ম্মমিতি টীকাব্যাখ্যানাচ্চ পাষণ্ডধর্ম্মেণ বেদোক্তধর্ম্মঃ প্রায়ো লুপ্ত এব তেন চ সাধুজনপীড়া চ বিঘটিতা। কিঞ্চ—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥
ব্রহ্মণশ্চপরং রূপং নিগুর্ণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে ॥"

ইতি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয়শ্রীশিববাক্যাৎ, মায়াবাদপ্রচারেণ ভাগবতীয়শাসনং লুপ্তমেবাভূৎ। অতস্তৎসংরক্ষণায় অবতরণমপ্যপেক্ষতে এবাতো নাত্র বিদ্বেষাবসরঃ।

অনুবাদ :—প্রতিযুগে ভগবদবতারের প্রমাণ বেদস্তুতিতেও আছে। 'দুরব-বগমী" ইত্যাদি শ্লোকের (ভাঃ ১০ । ৮৭ । ৪০) অর্থ যথা—শ্রীভগবানের প্রশ্ন—যদি যোগীগণেরও কামের মূল (বাসনা) ত্যাগ দুষ্কর তাহা হইলে কাহারও মুক্তি

হইতে পারে না। মুক্তি যদি কথামাত্রই তাহা হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা আমার ভজন করিবে কেন?

তদুত্তরে শ্রুতিগণ বলেন—মনুষ্যগণ যখন নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি যাজন করিতে করিতে ঐ ভক্তি দ্বারা আপনাকে (ঈশ্বরকে) চিত্তে ধারণ করেন তখনই তাঁহাদের সম্বন্ধে আপনি অপবর্গরূপ গতি হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদের তখনই মুক্তি হইয়া থাকে। যে কারণে আপনার তত্ত্বানুভবী তাদৃশ জন কর্ম্মফলদাতা আপনার সৃষ্ট পাপপুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ যে দুঃখসুখাদি তাহা জানেন না এবং দেহাভিমানীগণের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকর বাক্যেরও অনুবর্ত্তন করেন না; ইহাই তাঁহাদের সংসার মুক্তির লক্ষণ। ভক্তিহীন যোগীরা কিন্তু কর্ম্মফল সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। ভক্তগণ তাহা ভোগ করেন না যেহেতু তাঁহারা মুক্ত। যদি বলেন আমার সম্বন্ধে কি শ্রবণ হয়? যে কারণে শ্রবণ দ্বারা ভক্ত আমাকে হৃদয়ে ধারণ করে।

উত্তর—প্রতিযুগে আপনি অবতীর্ণ হইয়া যুগানুরূপ লীলা প্রকাশ করেন। তত্তৎ যুগাবতার লীলাসম্বলিত উপদেশ সম্প্রদায়ানুসারে হইয়া থাকে। অতএব তত্তৎ যুগীয় ভক্তগণ তত্তৎ যুগীয় অবতারলীলা সম্বলিত গীতের শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিয়া আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন।

সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগে ভগবদবতারের গান (কীর্ত্তন) ক্রমপূর্ব্বক একাদশস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, যথা—সত্যযুগীয় মনুষ্যগণ সেই যুগের অবতারকে হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত ও পরমাত্মা বলিয়া গান করেন। ত্রেতাযুগীয় মানবগণ সেই যুগীয় অবতারকে বিষ্ণু যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত ও উরুগায় বলিয়া গান করেন। দ্বাপরযুগীয় মনুষ্যগণ সেই যুগের অবতারকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, ঋষি, পুরুষ, মহাত্মা, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বব্যাপক ও সর্ব্বভূতাত্মা বলিয়া নমস্কার ও গান করিয়া থাকেন। বিশেষ কলিযুগীয় মানবগণ সেই যুগের (বৈবস্বত মন্বন্তর অষ্টাবিংশ কলিযুগের) অবতারকে "ধ্যেয়ং সদা ও ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে স্তব (মহিমা কীর্ত্তন) করিয়া থাকেন। এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা কলিযুগ সম্বন্ধে পরে উল্লেখ করা হইবে। এই শ্রীভাগবতীয় প্রমাণ দ্বারাও প্রতিযুগে ভগবদবতার সাধিত হইতেছে। মৎস্যপুরাণে ভূমিস্তুতিতেও উক্ত আছে—পৃথিবী বলেন জগতের

হিত কামনায় আমার ভার হরণ হইয়া থাকে অর্থাৎ ভগবান ভার হরণ করেন।

কলিযুগে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন ইহা বহু প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে। যাহারা বলেন কলিযুগে ভগবদবতার নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিরাই অদীর্ঘদর্শী বা জ্ঞানহীন সন্দেহ নাই।

যদি বলেন—স্বধর্ম্ম রক্ষণ ও সাধুজনগণের পরিত্রাণ এই দুই কারণে শ্রীভগবানের অবতরণ হয়, আপনি বহু শাস্ত্র প্রমাণে ইহাই দেখাইলেন। এ বিষয়ে আপত্তি নাই আপনার কথাই স্বীকার করা গেল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া সেই সেই কার্য্যসাধন করিয়াছেন! আরও বলি—শ্রীভাগবতে উক্ত আছে—ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়ধামে (ধামের অপ্রকট প্রকাশে) প্রবেশ করিলে কলিযুগীয় মহাপাপরূপ অন্ধকারে জনগণের জ্ঞাননেত্র অন্ধীভূত হইয়া যায়, তখন এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়াছেন। এই বাক্যে বুঝা যাইতেছে যে—কলিযুগে শ্রীভাগবতের স্থিতিতে সদ্ধর্ম্মরক্ষণ ও সাধুজনগণের পরিত্রাণরূপ কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে। অতএব কলিযুগে ভগবদবতরণের কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে প্রবেশ করিয়া আবার অল্পকাল মধ্যে কি নিমিত্ত গৌররূপে অবতরণ করিবেন?

এবিষয়ে উত্তর—শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৭।৩৭ শ্লোকে উক্ত আছে—কলিযুগের প্রারম্ভেই দেবতাগণ ময়দানবের বলে রচিত দুর্লক্ষ্য বেগবতী নগরীসমূহ দ্বারা লোকদিগকে বিনাশ করিবে তাহাদের মতি বিমোহনোপযোগী পাষণ্ডবেশ ধারণ করিয়া শ্রীবুদ্ধাবতার পাষণ্ড ধর্ম বহুল প্রচার করিবেন।

শ্রীস্বামিপাদ টীকার ব্যাখ্যানুসারে "উপধর্ম্ম" বলিতে পাষণ্ড ধর্ম বুঝায়। টীকায় উক্ত আছে—"পাষণ্ডবেষঃ বিধায় তেন উপধর্ম্মাং বহু ভাষিষ্যত ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধ পাষণ্ডবেষ ধারণ করিয়া ঐ বেষে উপধর্ম্ম (পাষণ্ডধর্ম্ম) বহুল প্রচার করিবেন। অতএব পাষণ্ড ধর্ম্মের বহুল প্রচারে বেদোক্ত ধর্ম্ম লুপ্ত হয়, এই কারণে তৎকালে সাধুগণের বিশেষ প্রকারে পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল। আরও বলি শ্রবণ করুন—শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে শ্রীশিবপার্ব্বতী সম্বাদে উক্ত আছে, শ্রীশিব বলিলেন হে দেবি! কলিযুগে আমি ব্রাহ্মণরূপে মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র রচনা করিব যে শাস্ত্রকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কলি যুগে সমস্ত জগতের

মোহনের জন্য এইরূপ অসং শাস্ত্র রচনা করিয়া ব্রহ্মের পররূপকে (স্বয়ং রূপকে) নির্গুণ বলিয়া প্রচার করিব। এইরূপ শ্রীশিবের বাক্য থাকায় মায়াবাদ প্রচার দ্বারা ভাগবতীয় শাসন লুপ্ত হইয়াছিল। এখানে বুঝিতে হইবে যে—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ব্রহ্মকে (ঈশ্বরকে) অনন্ত কল্যাণগুণযুক্তরূপে উল্লেখ করেন। যে ব্রহ্মের গুণকথা শ্রবণে আত্মারামগণও অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ইত্যাদি ভাগবতীয় বাক্যকে লোপ করিয়া জগতকে বিপথগামী করিবার জন্যই মায়াবাদ প্রচার হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) চিদানন্দ বিগ্রহাদি কিছুই নাই, ঈশ্বর মায়িক তাহার অমায়িক বা প্রপঞ্চাতীত গুণ নাই। এইরূপ যাঁহারা অবগত হয় তাহারা নাস্তিক বা পাষণ্ড হইয়া যায়। যথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—

ঈশ্বরের বিগ্রহ চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সে হয় পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক॥ চৈঃ চঃ মঃ ৬

অর্থাৎ যাহারা বেদকে আশ্রয় করিয়াও নাস্তিকতা বশতঃ বেদপ্রতিপাদ্য শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দাকাররূপে মানে না তাহারা বৌদ্ধ অপেক্ষাও অধিক নাস্তিক।

মায়াবাদ প্রচার দ্বারা জগৎ নাস্তিক হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রোক্ত পরমধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং তাহার সংরক্ষণের জন্য ভগবদ্ অবতরণের অপেক্ষা আছেই এবিষয়ে বিদ্বেষের অবসর নাই।

নন্বেবং শ্রুতিস্মৃত্যাদিবচনেনাস্যাবতারত্বং যৎ সুষ্ঠু সাধিতং তত্তু শ্রুত্যাদীনাম-প্রামাণ্যমননঘাতেন নরকপাতভয়াদস্মাভিরপি স্বীকৃতমেব। যৎ পূর্ব্বমুক্তং অয়ন্তু প্রেয়সী বর্ণভাবমাশ্রিত্য ভক্তম্মন্যতয়া দৃশ্যতে, ইতি পরত্র চ প্রেয়সী সা রাধিকারূপা লক্ষ্মীরিতি।

শ্রীরাধা তু শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রেয়সীতি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধা, ফলেন শ্রীকৃষ্ণস্যৈব গৌর-রূপেণাবতরণং প্রতিপাদিতং, তত্তু স্পষ্টপ্রমাণং বিনা বয়ং কথং প্রতীম। সাধু সাধু

শ্রূয়তাং। সর্ব্বদেশবিখ্যাতরাজতয়া বিদিতরাধাকান্তদেবরচিতশব্দকল্পদ্রুমে যথা—

"শ্রুত্বা তু কলিধর্ম্মাংস্তান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় প্রোবাচ মধুসূদনম্॥
ভবিষ্যতি কলৌ কেনোপায়েন ধর্ম্মপালনম্।
ভক্তিমার্গস্থিতিঃ কস্মাৎ তদ্‌বদস্ব জগদ্‌গুরো॥"

শ্রীভগবানুবাচ—

অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনিপরিবারিতে॥
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন প্রকাশ্যং বহির্ম্মুখে।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং ভক্তং ভক্তিপ্রদং স্বয়ম্॥
মন্মায়ামোহিতাঃ কেচিৎ ন জ্ঞাস্যন্তি বহির্ম্মুখাঃ।
জ্ঞাস্যন্তি মদ্ভক্তিযুতাঃ সাধবো ন্যাসিনোঽমলাঃ॥
কৃষ্ণাবতারকালে যাঃ স্ত্রিয়ো যে পুরুষাঃ প্রিয়াঃ।
কলৌ তেঽবতরিষ্যন্তি শ্রীদামসুদামাদয়ঃ॥
চতুঃষষ্টিমহান্তস্তে গোপা দ্বাদশবালকাঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহম্॥
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ।
কৃষ্ণচৈতন্যগৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রো গৌরহরিঃ॥
শচীসুতঃ প্রভুর্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে।
গচ্ছন্তু ভুবি তে পুত্রা জায়ন্তাং ভক্তরূপিণঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপনং কালে কুর্ব্বন্তু তে মমাজ্ঞয়া॥

ইত্যাদিনা অনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্মখণ্ডীয়সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ো লিখিতঃ।

অনুবাদ:—বাদীর উক্তি—মহাশয়! আপনার প্রদর্শিত শ্রুত্যাদি প্রমাণবাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব উত্তমরূপে সাধিত (প্রতিপাদিত) হইতেছে। শ্রুতি প্রভৃতির অপ্রামাণ্য আছে এইরূপ মননদ্বারা নিশ্চয় করিলে নরকপাত ঘটে। নরকপাত ভয়ে আমরাও শ্রুত্যাদি প্রতিপাদিত শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব স্বীকার করিতেছি। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাসা—আপনি পূর্ব্বোক্ত বৃহন্নারদীয় বাক্যে "প্রচ্ছন্নবিগ্রহের"

ও শ্রীগুরুপাদের বাক্যে "কলৌ ত্বয়ঃ" ইহার অর্থ করিয়াছেন—এই অবতার প্রেয়সীর রূপ ও ভাবকে আশ্রয় করিয়া ভক্তস্বরূপে দৃষ্ট হন। পরম প্রমাণ বাক্যে অর্থাৎ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদের স্বর্ণ বর্ণ শব্দের অর্থে প্রেয়সী রাধিকারূপা লক্ষ্মীকেই উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, ইহা সর্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে, ফলে **শ্রীকৃষ্ণেরই গৌররূপে অবতরণ** প্রতিপাদিত হইতেছে। শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতীত কেমন করিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে পারি ?

উত্তরে গ্রন্থকার বলেন—তোমাদের জিজ্ঞাসা সাধু সাধু। শাস্ত্র প্রমাণ শ্রবণ কর—সর্বদেশে বিখ্যাত ও সকলের নিকট রাজারূপে পরিচিত শ্রীরাধাকান্ত দেবের রচিত শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থে উদ্ধৃত অনন্ত সংহিতাদির বাক্যাবলী যথা—

লোক পিতামহ শ্রীব্রহ্মা সেই সকল কলির ধর্ম শ্রবণ করিয়া সর্বলোকের হিত কামনায় শ্রীমধুসূদনকে বলিলেন—হে জগদ্‌গুরো ! কি উপায়ে কলিযুগধর্ম পালন হইবে এবং কাহা হইতে এই যুগে ভক্তিমার্গ স্থিতি লাভ করিবে তাহা কৃপা করিয়া বলুন ? শ্রীভগবান বলিলেন—কলিযুগে আমি সুরনদী পরিবেষ্টিত নবদ্বীপে শ্রীশচীগর্ভে অবতীর্ণ হইব, আমার গণও অবতীর্ণ হইবে। এই গুহ্য রহস্য ভক্তি বহির্মুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রকাশ্য নহে। আমি স্বয়ং ভক্তাবতার, ভক্তাখ্য, ভক্ত ও ভক্তিপ্রদরূপে অবতীর্ণ হইব। আমার মায়ায় মোহিত, বহির্মুখ ব্যক্তিরা আমাকে জানিতে পারিবে না। কেবল মদ্ভক্তিযুক্ত বিশুদ্ধ সাধু ও সন্ন্যাসীগণ অর্থাৎ আমার ভক্তগণ আমাকে অবগত হইতে পারিবে। কৃষ্ণাবতার কালে আমার প্রিয় ব্যক্তি যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ অর্থাৎ শ্রীরাধাদি গোপীগণ ও সুবলাদি সখাগণ গোলক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই কলিযুগে চতুঃষষ্ঠি মহান্তরূপে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহাদের সহিত আমি ধর্মসংস্থাপনের জন্য বিহার করিব এবং কালে নষ্ট ভক্তি পথকে পুনরায় স্থাপন করিব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, গৌরাঙ্গ, গৌরচন্দ্র, গৌর হরি, শচীসুত, প্রভু (মহাপ্রভু) ও গৌর এই সকল আমার নাম ভক্তিপ্রদরূপে প্রকাশ পাইবে। আমার আদেশে সেই পুত্রগণ অর্থাৎ দেবগণ ভক্তরূপে পৃথিবীতে গমন করিয়া কালে ভক্তি সংস্থাপন করুক। ইত্যাদি বাক্যে অনন্ত সংহিতায় শ্রীচৈতন্য জন্ম খণ্ডীয় সপ্তপঞ্চাশত্তম (৫৭) অধ্যায়ে লিখিত আছে তাহা দেখান হইল। যেরূপ অনন্ত সংহিতায় উক্ত আছে শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন,

সেইরূপ ব্রহ্মযামল গ্রন্থাদিতেও উক্ত আছে। যথা—

গৌরাঙ্গ গৌরদীপ্তাঙ্গং পঠেৎ স্তোত্রং কৃতাঞ্জলিঃ।
নন্দগোপসুতঞ্চৈব নমস্যামি গদাগ্রজম্॥

ইতি ব্রহ্মযামলে চৈতন্যকল্পে চৈতন্যস্তবশ্চ।

গৌরাঙ্গো নাদগম্ভীরঃ স্বনামামৃতলালসঃ।

ইতি কৃষ্ণযামলে চ লিখিতম্। এবং সাধনোল্লাসতন্ত্রে নবমপটলে :—

যা কালী সৈব তারা স্যাৎ যা তারা ত্রিপুরা হি সা।
ত্রিপুরা যা মহাবিদ্যা সৈব রাধা ন সংশয়ঃ,
যা রাধা সৈব কৃষ্ণঃ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণঃ স শচীসুতঃ॥

ইতি দেবতানাং প্রাধান্যজ্ঞানপ্রশ্নে শক্তীনাং প্রাধান্যবিবক্ষয়োক্তং জ্ঞেয়ম্। "শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ।" শক্তিঃ খলু ন পুমান্ ভবতি, শ্রীরাধায়াঃ কৃষ্ণস্বরূপং ন যুজ্যতে ইতি তত্ত্বং, শক্তিশক্তিমতোরভেদাদিতি কেচিৎ সমাদধতে, অতএব শ্রীগৌরঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকাশঃ সিদ্ধ ইতি. গোলকে নবদ্বীপে চৈকদা বিহরণাৎ।

অনুবাদ :—সাধককে কৃতাঞ্জলি হইয়া 'গৌরাঙ্গ, গৌরদীপ্তাঙ্গ' ইত্যাদি স্তোত্র পাঠ করিতে হয়। গদাগ্রজ নন্দগোপসুতকে নমস্কার করি ইত্যাদি ব্রহ্মযামল চৈতন্য কল্পে চৈতন্যস্তব দেখা যায়। কৃষ্ণযামলেও গৌরাঙ্গ, নাদগম্ভীর ও স্বনামামৃত লালসা লিখা আছে। এইরূপ সাধনোল্লাস তন্ত্রে নবম পটলে উক্ত আছে—যিনি কালী তিনিই তারা, যিনি তারা তিনিই ত্রিপুরা, মহাবিদ্যা ত্রিপুরাই শ্রীরাধা, ইহাতে সংশয় নাই। যিনি রাধা তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি কৃষ্ণ তিনিই শচীসুত গৌর। দেবতাগণের প্রাধান্যজ্ঞান প্রশ্নে শক্তিগণের প্রাধান্য বলিবার ইচ্ছায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেহেতু শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ। (এস্থলে কালী প্রভৃতিকে চিন্ময়ী শক্তিরূপে বুঝিতে হইবে, যেহেতু ত্রিপুরা মহাবিদ্যার সহিত শ্রীরাধার অভেদ উক্তি আছে।)

শক্তি কিন্তু পুরুষ নহেন ; এই কারণে শ্রীরাধার কৃষ্ণস্বরূপ নহে ইহাই তত্ত্ব। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ থাকা হেতু শ্রীরাধা কৃষ্ণস্বরূপ হইতে পারেন, কেহ কেহ এইরূপ সমাধান করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ (আবির্ভাব বিশেষ) শ্রীগৌর ইহাই সিদ্ধ হইল। শ্রীগোলকে এবং শ্রীনবদ্বীপে এককালে বিহার করেন

বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ শ্রীগৌরাঙ্গ ইহা সঙ্গত হইতেছে।

ননু তন্ত্রে "শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকাশোঽস্য তূপাসনাবিধিরশ্রবণাৎ ভবদ্ভিঃ কথমুপাসনা ক্রিয়তে"— নৈবং বাদীঃ।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

ইতি শ্রীভাগবতে।

ততঃ শ্রীভাগবতমত্র প্রমাণমস্তি। তথৈকাদশে নিমিনৃপতিনা পৃষ্টঃ শ্রীঋষভদেবসুতঃ শ্রীকরভাজনো যোগী আহ "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ" ইত্যাদিনা। শ্রীকৃষ্ণাবতারমুক্ত্বা—"নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণ্বিতি" তমবধারয়ন্নাহ কৃষ্ণেতি ত্রিভিঃ।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তরকলিযুগাবতারং পূর্ব্ববদাহ কৃষ্ণেতি। ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি ইত্যাদিসমগ্রটীকা—এতেন অস্য বেদাদারভ্য তত্ত্বমবগম্যতে। তথা চ—

শাখাসহস্রং নিগমক্রমস্য, প্রত্যক্ষসিদ্ধো ন সমগ্র এষঃ।
পুরাণগীতৈরবিগীতশিষ্টাচারৈশ্চ তস্যাবয়বোঽনুমেয়ঃ॥

ইতি প্রাচীনৈরুক্তং অতএব অবিগীতশিষ্টাচারত্বং বেদত্বমিতি সিদ্ধমিতি। যদ্বা কলাবপি তথেতি যত্তু স্বয়ংভগবৎশ্রীকৃষ্ণাবতারঃ কলাবপি তথা তৎসদৃশোঽবতারঃ স্যাৎ তং শৃণু ইত্যর্থঃ। তং পরিচায়তি কৃষ্ণবর্ণমিতি "শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইতি" গর্গবাক্যাৎ ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণো যো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি ইতি অন্বয়ঃ। ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যনেন তস্য স্বরূপতঃ কৃষ্ণত্বং আগতং ইদানীং রূপমেব ব্যঞ্জয়তি কৃষ্ণবর্ণমিতি বর্ণশব্দস্য ভেদবাচিত্বাদ্রূপবাচিত্বাচ্চ কৃষ্ণস্য ভেদঃ প্রকাশঃ সদৃশো বা তমিত্যর্থঃ। সাদৃশ্যন্তু স্বরূপতোঽভেদোঽপি বর্ণভেদেন ভেদাভাসাবগমাৎ। যথা নীলনলিনমিব রক্তনলিনমিতি বর্ণভেদেঽপি সাদৃশ্যং বস্ত্বৈক্যঞ্চ, তথা একাদশীমধিকৃত্য তত্ত্বসাগরে—

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথেতরা।

তুল্যেতি মন্যতে যস্ত স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে॥ ইতি,

এবং শুক্লকৃষ্ণভেদেন যথা তুল্যস্য ন ভেদ ইতি। অঙ্গেতি শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, উপাঙ্গেতি শ্রীবাসপণ্ডিতাদয়ঃ, অস্ত্রাণি অবিদ্যাবনচ্ছেতৃত্বাৎ তৎসমানানি ভগবন্নামানি, পার্ষদা শ্রীগদাধরগোবিন্দাদয়ঃ তৈঃ সহিতমিতি। যদ্বা অস্ত্রাণীব পঞ্চপর্ব্বাবিদ্যাসম্বলিতং কলিবনং ছেত্তুং শক্তাঃ পার্ষদা যস্য সঃ সাঙ্গোপাঙ্গাশ্চাসৌ অস্ত্রপার্ষদাশ্চেতি তং অন্যৎ সমানং। অস্য স্তুতিমাহ ধ্যেয়মিতি—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

অস্যার্থঃ—'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তক' ইতি শ্রুতেঃ। হে মহাপুরুষ! হে শচীনন্দন! হে প্রণতপাল! তে তব চরণারবিন্দং বন্দে ইত্যন্বয়ঃ। টীকা—কথম্ভূতং ধ্যেয়ং ধ্যাতুং যোগ্যং সদেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। ধ্যেয়ত্বে হেতবঃ—ইন্দ্রিয়কুটুম্বাদিভির্যঃ পরিভবঃ তিরস্কারস্তং হন্তীতি তথা তং, কিঞ্চ অভীষ্টদোহং মনোরথপূরকং কিঞ্চ তীর্থাস্পদং গঙ্গাদ্যাশ্রয়ত্বেন পরমপাবনং শিববিরিঞ্চিভ্যাং নুতং স্তুতং, নন্থ তৌ কৃতার্থাবেব কিমর্থং তাভ্যাং নুতং, তত্রাহ শরণ্যং আশ্রয়ণযোগ্যং সুখাত্মকমিত্যর্থঃ। তর্হি ব্রহ্মাদিভিস্তুতং তত্ত্বং কথং প্রাকৃতস্য গোচরঃ স্যান্ন ভৃত্যার্ত্তিহং যস্য কস্যাপি ভৃত্যমাত্রস্য আর্ত্তিহন্তা, ন কেবলং আগন্তকার্ত্তিমাত্রং হন্তি, কিন্তু ভবাব্ধিপোতং সংসারার্ণবতারকঞ্চ ইতি। যদ্বা—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

ইতি ভগবদ্বাক্যানুসারেণ চতুর্ণামেব তচ্চরণমুপাস্যমিত্যাহ ধ্যেয়মিতি তত্র ভৃত্যার্ত্তিহমিত্যনেনার্ত্তানাং ভবাব্ধিপোতমিত্যনেনার্থার্থিনাং পরিভবঘ্নমিতি ত্রয়েণ চ তত্তদর্থং জিজ্ঞাসূনাং শিববিরিঞ্চিনুতমিত্যনেন জ্ঞানিনামুপাস্যমিত্যর্থঃ। তত্র শরণ্যমিতি চতুর্ষু সম্বধ্যতে সুখাত্মকত্বেনাশ্রয়ণযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ।

অনুবাদঃ—"শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ," ইহা বাদী স্বীকারত করিয়া শ্রীগৌরোপাসনা বিষয়ে সংশয়যুক্ত **হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের** প্রকাশ—

তুল্যেতি মন্যতে যস্তু স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে ॥ ইতি,

এবং শুক্লকৃষ্ণভেদেন যথা তুল্যস্তু ন ভেদ ইতি। অঙ্গেতি শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত উপাঙ্গেতি শ্রীবাসপণ্ডিতাদয়ঃ, অস্ত্রাণি অবিদ্যাবনচ্ছেতৃত্বাৎ তৎসমানানি ভগবন্নামানি, পার্ষদা শ্রীগদাধরগোবিন্দাদয়ঃ তৈঃ সহিতমিতি। যদ্বা অস্ত্রাণীব পঞ্চপর্ব্ববিদ্যাসম্বলিতং কলিবনং ছেত্তুং শক্তাঃ পার্ষদা যস্য সঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রাসৌ অস্ত্রপার্ষদাশ্চেতি তং অন্যৎ সমানং। অস্য স্তুতিমাহ ধ্যেয়মিতি—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

অস্যার্থঃ—'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তক' ইতি শ্রুতেঃ। হে মহাপুরুষ! হে শচীনন্দন! হে প্রণতপাল! তে তব চরণারবিন্দং বন্দে ইত্যন্বয়ঃ। টীকা—কথম্ভূতং ধ্যেয়ং ধ্যাতুং যোগ্যং সদেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। ধ্যেয়ত্বে হেতবঃ—ইন্দ্রিয়কুটুম্বাদিভির্যঃ পরিভবঃ তিরস্কারস্তং হন্তীতি তথা তং, কিঞ্চ অভীষ্টদোহং মনোরথপূরকং কিঞ্চ তীর্থাস্পদং গঙ্গাদ্যাশ্রয়ত্বেন পরমপাবনং শিববিরিঞ্চিভ্যাং নুতং স্তুতং, নন্য তৌ কৃতার্থাবেব কিমর্থং তাভ্যাং নুতং, তত্রাহ শরণ্যং আশ্রয়ণযোগ্যং সুখাত্মকমিত্যর্থঃ। তর্হি ব্রহ্মাদিভিজ্ঞ'াতং তত্ত্বং কথং প্রাকৃতস্য গোচরঃ স্যান্ন ভৃত্যার্ত্তিহং যস্য কস্যাপি ভৃত্যমাত্রস্য আর্ত্তিহন্তা, ন কেবলং আগন্তুকার্ত্তিমাত্রং হন্তি, কিন্তু ভবাব্ধিপোতং সংসারার্ণবতারকঞ্চ ইতি। যদ্বা—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

ইতি ভগবদ্বাক্যানুসারেণ চতুর্ণামেব তচ্চরণমুপাস্যমিত্যাহ ধ্যেয়মিতি তত্র ভৃত্যার্ত্তিহমিত্যনেনার্ত্তানাং ভবাব্ধিপোতমিত্যনেনার্থার্থিনাং পরিভবঘ্নমিতি ত্রয়েণ চ তত্তদর্থং জিজ্ঞাসূনাং শিববিরিঞ্চিনুতমিত্যনেন জ্ঞানিনামুপাস্যমিত্যর্থঃ। তত্র শরণ্যমিতি চতুর্ষু সম্বধ্যতে সুখাত্মকত্বেনাশ্রয়ণযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ।

অনুবাদঃ—"শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ," ইহা বাদী স্বীকার করিয়া শ্রীগৌরোপাসনা বিষয়ে সংশয়যুক্ত হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রকা

শ্রীগৌরাঙ্গ ইহা সিদ্ধ হইলেও কিন্তু ইঁহার (শ্রীগোরাঙ্গের) উপাসনাবিধি তন্ত্রশাস্ত্রে শুনা যায় না। আপনারা ইঁহার উপাসনা করেন কেন? তাহা অশাস্ত্রীয় নহে কি?

উত্তর—এইরূপ বলিতে পার না। শ্রীভাগবতে (১২।১৩।১৫) উক্ত আছে —সর্ব্ববেদান্তসাররূপে শ্রীমদ্ভাগবত কথিত হন। তদীয় রসামৃতে তৃপ্ত ব্যক্তির অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না।

ইত্যাদি প্রমাণে সর্ব্ববেদান্তসারই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনা বিষয়ে প্রমাণ। যথা—শ্রীএকাদশে শ্রীনিমিমহারাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীঋষভদেব সুত শ্রীকর ভাজন নামক যোগীন্দ্র "দ্বাপরে" ইত্যাদি (৫।২৭) শ্লোক শ্রীকৃষ্ণাবতারের কথা বলিয়া (ঐ) ৩১ শ্লোকে "নানা তন্ত্র বিধানে কলিযুগেও তদ্রূপ উপাসনা আছে" তাহা শ্রবণ কর। এই উক্তি দ্বারা মহারাজ শ্রীনিমিকে অবধারণ করাইয়া "কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি (ঐ ৩২—৩৪) তিনটি শ্লোক দ্বারা বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিতে অবতীর্ণ ভগবান ও তাঁহার উপাসনা নিরূপণ করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তর-কলিযুগাবতারকে পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্ব পূর্ব্বাবতারবর্ণবৎ) 'কৃষ্ণবর্ণং' এই শ্লোকে উল্লেখ করিতেছেন। যিনি অঙ্গকান্তিকে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ হন, বুদ্ধিমান জনগণ কলিযুগে সেই গৌর বিগ্রহেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। ইত্যাদি রূপে সমগ্র শ্লোকার্থ ক্রমসন্দর্ভেই দ্রষ্টব্য। শ্রীগৌরাবতার নিরূপিত এই ভাগবতীয় বচন দ্বারা বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাজনগণের রচিত বহু শাস্ত্রবাক্যই শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনাতত্ত্ব জানা যায়। **"অবিগীত শিষ্টাচারের নামই বেদ।"** প্রাচীনগণ ইহাই বলিয়াছেন—নিগম বৃক্ষের সহস্র শাখা থাকিলেও সমগ্র প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। পুরাণগীত ও অবিগীত শিষ্টাচার দ্বারা বেদের অবয়ব সমূহ অনুমেয় হয় অর্থাৎ সমগ্র বেদের অর্থ বুঝা যায়। সুতরাং **অবগীত শিষ্টাচারত্বই** বেদত্ব ইহা সিদ্ধ হইল।

'কৃষ্ণবর্ণং' এই শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর করা হইতেছে—"কলাবপি তথা শৃণু" অর্থাৎ শ্রীকরভাজন বলেন দ্বাপরে স্বয়ং ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণাবতার, কলিতে তৎসদৃশাবতার হয়, তাহা শ্রবণ কর। "কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি দ্বারা সেই অবতারের পরিচয় করাইতেছেন —শ্রীগর্গ মুনি বলিলেন (ভাঃ ১০।৮।১৩) সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, কলিযুগে পীতবর্ণ ও সেইরূপ ইনি (শ্রীনন্দনন্দন) দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণরূপে আবি-

ভূত হন। এই উক্তি থাকায় যিনি কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, তাঁহাকেই সুমেধাগণ কলিযুগে আরাধনা করিয়া থাকেন। 'ত্বিষা কৃষ্ণং' ইহা দ্বারা তাঁহার (শ্রীগৌরাঙ্গের) স্বরূপতঃ কৃষ্ণত্ব আছে। অর্থাৎ কলিযুগাবতার বর্ণে গৌরাঙ্গ হইলেও স্বরূপে কৃষ্ণ। "কৃষ্ণবর্ণ" এই বিশেষণ দ্বারা স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছেন—বর্ণ শব্দের ভেদ বাচিত্ব ও রূপ বাচিত্ব অর্থ থাকায় শ্রীকৃষ্ণের ভেদ অর্থাৎ প্রকাশ বা সদৃশ শ্রীগৌরাঙ্গ এই রূপ অর্থ বুঝায়। সাদৃশ্য কিন্তু স্বরূপে অভেদ হইলেও বর্ণ ভেদে ভেদের অবভাস (অর্থাৎ ভেদাভাস) জানা যায় যথা নীলকমলবৎ রক্ত কমল। এস্থলে বর্ণভেদ থাকিলেও সাদৃশ্য প্রয়োগ দ্বারা বস্তুর (দুই কমলের) ঐক্য বুঝা যায়। যথা তত্ত্ব সাগরে একাদশীকে অধিকার করিয়া বলা হইয়াছে যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা, যথা কৃষ্ণা তথা শুক্লা, এই উভয় একাদশীকে যিনি তুল্য (অভেদ বা এক) মনে করেন তিনিই বৈষ্ণব আখ্যা ধারণ করেন। এইরূপ "নীলনলিনমিব রক্তনলিনং" প্রয়োগে শুক্লকৃষ্ণবর্ণ ভেদে যাথা তুল্যের অভেদ, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণসদৃশ গৌরাঙ্গ এই প্রয়োগে বর্ণভেদে ও তুল্যের অভেদ অর্থ বুঝা যায় অর্থাৎ কৃষ্ণসদৃশ গৌরাঙ্গ বলিতে স্বরূপে শ্রীগৌর ও কৃষ্ণ এক, ইহাই বুঝিতে হইবে।

"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং" এই বিশেষণের অর্থ—অঙ্গ শব্দে শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত অর্থ বুঝায়। উপাঙ্গ—শ্রীবাসপণ্ডিতাদি। অস্ত্র—শ্রীভগবন্নাম সমূহ। শ্রীভগবন্নামাবলী অবিদ্যা বন ছেদন করেন বলিয়া অস্ত্রতুল্য। পার্ষদ শ্রীগদাধর গোবিন্দাদি ইঁহাদের সহিত যিনি বিরাজমান তিনিই (শ্রীগৌরাঙ্গই) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ। অথবা যাঁহার (শ্রীগৌরাঙ্গের) পার্ষদগণই "তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তমঃ, মোহ ও মহামোহ" এই পঞ্চপর্ব্বারূপ অবিদ্যা সম্বলিত কলিবনছেদন করিতে অস্ত্রসমূহের ন্যায় সমর্থ। অন্যান্য অংশের অর্থ পূর্ব্ববৎ বুঝিতে হইবে।

শ্রীকরভাজন (ভাঃ ১১।৫।৩৩, ৩৪) 'ধ্যেয়ং' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় শ্রীগৌরাঙ্গের স্তুতি বলিতেছেন—"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।১২) এই শ্রুতি প্রমাণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম মহাপুরুষ। হে মহাপুরুষ! হে শচীনন্দন! হে প্রণতপাল! আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। আপনার শ্রীচরণারবিন্দ সর্ব্বদা ধ্যেয় অর্থাৎ ধ্যানযোগ্য, ঐ ধ্যান হইতে ইন্দ্রিয় কুটুম্বাদিজনিত তিরস্কার নাশ হইয়া থাকে। ঐ চরণ সর্ব্বমনোরথ পূরক এবং শ্রীগঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থের

আশ্রয় বলিয়া প পাবন। শ্রীব্রহ্মা ও শিব কর্ত্তৃক ঐ শ্রীচরণারবিন্দ সর্ব্বদা স্তুত হইয়া থাকেন। শ্রীব্রহ্মা ও শিব কৃতার্থ হইলেও আপনার শ্রীচরণারবিন্দ শরণ্য বলিয়া অর্থাৎ আশ্রয়ণ যোগ্য সুখস্বরূপ বলিয়া শ্রীব্রহ্মা ও শিব সর্ব্বদা তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। যদি বলেন ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক জ্ঞাত তত্ত্ব প্রাকৃত ব্যক্তির কেমন করিয়া গোচরীভূত হয়? তাহা নহে, ঐ শ্রীচরণারবিন্দ ভৃত্যার্ত্তিহন্তা অর্থাৎ যে কোন ভৃত্যের আর্ত্তি সমূহকে সর্ব্বদা হরণ করিয়া থাকেন। কেবল আগন্তুক আর্ত্তিমাত্রকে বিনাশ করেন তাহা নহে, ঐ শ্রীচরণারবিন্দ ভবসাগরের পোতস্বরূপ অর্থাৎ সংসার সাগর হইতে ত্রাণ কর্ত্তা।

শ্রীগ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিতেছেন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭।১৬) শ্রীভগবান বলেন হে অর্জ্জুন আর্ত্ত (রোগাদি বিপদ্গ্রস্ত), জিজ্ঞাসু (আত্মজ্ঞানার্থী বা শাস্ত্রজ্ঞানার্থী), অর্থার্থী (ঐহিক ও পারত্রিক ভোগাভিলাষী) এবং জ্ঞানী (শুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসী) এই সুকৃতিমান্ চারি প্রকার জন আমার সেবা করিয়া থাকে। এই উক্তি অনুসারে চতুর্ব্বিধ জনের শ্রীভগবচ্চরণই উপাসনার বিষয়। তাহাই 'ধ্যেয়ং' এই শ্লোকে বলা হইতেছে—'ভৃত্যার্ত্তিহন্ত' এই বিশেষণ দ্বারা শ্রীচরণ আর্ত্তগণের, 'ভবাব্ধিপোত' এই বিশেষণ দ্বারা অর্থার্থীগণের 'পরিভবঘ্ন' 'অভিষ্টদোহ' ও 'তীর্থাস্পদ' এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা তত্ত্বদর্শ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের এবং 'শিববিরিঞ্চি কর্ত্তৃক স্তুত' এই বিশেষণ দ্বারা জ্ঞানীগণের শ্রীভগবচ্চরণ উপাস্য, এই সকল অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। 'শরণ্য' এই বিশেষণটি চতুর্ব্বিধ জন সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয়, কারণ শ্রীভগবচ্চরণ সুখাত্মক বলিয়া সকলেরই আশ্রয় যোগ্য।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ ইত্যাদি প্রাচীনশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবমূর্ত্তৌ যড়্ভুজস্মরণে শ্রীরামচন্দ্রস্যাপি তত্র প্রবেশাবগমাৎ তস্য মুখ্যগুণং স্মৃত্বাহ ত্যক্ত্বেতি প্রথমার্দ্ধেন যদিতি যঃ ইত্যর্থঃ। অত্র স্বামিব্যাখ্যা দৃশ্যা।

স্বস্যৈবং কৃত্বা তদর্থয়ন্নাহ পরার্দ্ধেন হে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং বন্দে। তত্র দয়ালুতামাহ কস্মিন্নপি অবতারে সন্ন্যাসাশ্রমস্যানঙ্গীকারং খেদাতুরং তং প্রতি যো ভবান্ দয়িতয়া দয়ালুতয়া ঈপ্সিতং সন্ন্যাসাশ্রমং অনু লক্ষীকৃত্য মায়ামৃগং মায়াজ্ঞানং মৃগয়তে যাচতে যত্র তং কেশবভারতীসন্ন্যাসিনমধাবদিত্যর্থঃ।

যদ্বা তস্য ভক্তিশিক্ষণপ্রকারমাহ মায়ামৃগমিতি দয়িতয়া প্রাধান্যাৎ শ্রীরাধয়া ঈপ্সিতং শ্রীবৃন্দাবনং লোকশিক্ষার্থং যোঽন্বধাবৎ গতবান্ তৎকথম্ভূতং মায়ামৃগং মৃগ্যতে অন্বিষ্যতে যঃ স মৃগ্যঃ, ন মৃগঃ অমৃগঃ মায়য়া অমৃগো মায়ামৃগঃ তস্যা অগোচরমিত্যর্থঃ। যদ্বা মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি নির্ঘণ্টুকোষাৎ মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি কোষাচ্চ মায়া ভগবতো জ্ঞানং কৃপা বা মৃগ্যতে যত্রেতি তৎ পরমফলপ্রদমিত্যর্থঃ। পদ্যদ্বয়ে মহাপুরুষস্যেতি সম্বোধনেন একস্যৈব স্তুতিরিয়ং গম্যতে। এবং স্থিতে তৎপ্রকরণে শ্রীরামচন্দ্রস্য নামপূজাদ্যনুদ্‌ঘাটনাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য পদ্যোক্তধর্ম্মাচরণাভাবাচ্চ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র এব পর্য্যবস্যতীত্যেব ধ্যেয়ং। এতৎপক্ষে ব্যাখ্যান্তরঞ্চ শ্রীযুক্তরঘুনন্দনগোস্বামিপ্রভুরচিতসংশয়সাতন্যাং বিবৃতমস্তি।

এবং বৃহদ্‌গৌতমীয়ে শ্রীগৌরগোপালদেবস্য ষড়ক্ষরাত্মকদীক্ষামন্ত্রোঽপ্যস্তি। উর্দ্ধাম্নায়সংহিতায়াং যথা—

> ফাল্গুনস্য পৌর্ণমাস্যাং ফাল্গুনীঋক্ষযোগতঃ।
> জনিষ্যে গৌররূপেণ শচীগর্ভে পুরন্দরাৎ॥
> বৈবস্বতান্তরে ব্রহ্মন্ গঙ্গাতীরে সুপুণ্যদে।
> হরিনাম তদা দত্বা চাণ্ডালান্ হড্ডিপাংস্তথা॥
> ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
> উদ্ধরিষ্যাম্যহং তত্র তপ্তস্বর্ণকলেবরঃ॥
> সন্ন্যাসঞ্চ করিষ্যামি কাঞ্চনগ্রামমাশ্রিতঃ।
> মাং যজন্তি নরাঃ সর্ব্বে মুক্তিভাজো ন সংশয়ঃ।
> বহবো মানবা ভক্ত্যা মাং সমাশ্রিত্য ভূতলে।
> খ্যাতিং যাস্যন্তি তাঁল্লোকাঃ পূজয়িষ্যন্তি মাং যথেতি॥

পরত্র চ শ্রীব্যাস প্রশ্নঃ—

> কেন মন্ত্রেণ ভগবান্ গৌরাঙ্গঃ পরিপূজিতঃ।
> সুখাবহঃ স্যাৎ লোকানাং তন্মে ব্রূহি মহামুনে॥

ততঃ শ্রীনারদেন ষড়ক্ষরো দশাক্ষরশ্চ তস্য মন্ত্রদ্বয়মুপদিষ্টং ধ্যানঞ্চেতি।

অতোঽস্যারূপাসনা বিহিতৈবাস্তে অতএব সর্ব্বৈঃ সুমেধোভিরাদরং স্বীক্রিয়তে। উপাসনা তু সংকীর্ত্তনপ্রায়া পূজাবিধিরিতি ব্যাখ্যাতা।

অনুবাদ :—শ্রীকরভাজনোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ স্তবের 'ধ্যেয়ং' ইত্যাদি প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা দেখান হইল। দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হইতেছে—

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে শ্রীধরস্বামিপাদ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া আর্য্য (পিতা) শ্রীদশরথের বাক্যে যাহা ত্যাগ করা কঠিন সেই রাজ্য-লক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন তাহাও সঙ্গত হইতেছে। কারণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রবেশ হয়। প্রাচীন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিতেও শ্রীরামের ধনুর্ব্বাণ যুক্ত শ্রীহস্তযুগল দেখা যায়। (শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীরামের প্রবেশ অনুভব করিয়া শ্রীহনুমানের অবতার শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীরাম বলিয়া উল্লেখ করেন —কোই কহত গোরা জানকী বল্লভ ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীরামাদি সর্ব্বাবতার দৃষ্ট হয় বুঝিতে হইবে যেহেতু তিনি স্বয়ং ভগবান।

স্বীয় ব্যাখ্যায় এইরূপ অর্থ করিয়া অর্থাৎ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ পক্ষ অর্থ লইয়াই পরার্দ্ধের অর্থ করা হইতেছে—হে মহাপুরুষ! আপনার শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি। শ্রীগৌরাঙ্গের দয়ালুতা গুণের কথা বলিতেছেন—হে মহাপুরুষ! আপনি কোনও অবতারে সন্ন্যাসাশ্রম অঙ্গীকার করেন নাই। এই অবতারে খেদাতুর ব্যক্তিগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করত যাহা হইতে মায়া সম্বন্ধে বোধ জন্মে সেই কেশব ভারতী নামক সন্ন্যাসীর নিকট ধাবিত হইয়াছিলেন।

মোরে না মানিলে সর্ব্ব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাসীবুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার ॥ চৈঃ চঃ

অথবা "মায়ামৃগং দতিয়াপ্সিতমন্বধাবৎ" এই চরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর

ভক্তিশিক্ষণ প্রকার দেখান হইতেছে—দয়িতা বলিতে প্রাধান্যরূপে শ্রীরাধাই। তাঁহার (শ্রীরাধার) অভিলষিত শ্রীবৃন্দাবন মায়ার অন্বগ অর্থাৎ অগোচর স্থান অথবা মায়াশব্দে ভগবৎ সম্বন্ধি জ্ঞান বা ভগবৎ কৃপা অর্থ বুঝায়, যে স্থানে তাহার (ঐ জ্ঞান বা কৃপার) অন্বেষণ করা যায় সেই পরমফলপ্রদ শ্রীবৃন্দাবনেই যিনি লোকশিক্ষার্থ গমন করিয়াছিলেন।

এই শ্লোকদ্বয়ে "মহাপুরুষ" এই সম্বোধন পদ থাকায় এই দুই শ্লোকই এক অবতারের (অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের) স্তব বুঝিতে হইবে। কলি-যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের এই স্তবকে শ্রীরামচন্দ্র পক্ষে বা কৃষ্ণ পক্ষে অর্থ করিলে সঙ্গত হয় না। কারণ এই স্তব কলিযুগাবতারনিরূপণ প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে। এই প্রকরণে শ্রীরামচন্দ্রের নাম বা পূজাদির উদঘাটন করা হয় নাই। পদ্যোক্ত ধর্ম্মাচরণ শ্রীকৃষ্ণে দেখা যায় না; সুতরাং এই পদ্যদ্বয় কলিযুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গেই পর্য্যবসিত হইয়াছে ইহা ধ্যেয়। পদ্যোক্ত ধর্ম্মাচরণ শ্রীগৌরাঙ্গেই সুস্পষ্ট দেখা যায় বুঝিতে হইবে। শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন প্রভুর বিরচিত সংশয় শাতনী নামক গ্রন্থে শ্রীগৌরচন্দ্র পক্ষে এই শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর বিবৃত আছে।

এই প্রকার বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে কলিযুগোপাস্য শ্রীগৌরগোপালদেবের উপাসনা ষড়ক্ষরাত্মক দীক্ষা মন্ত্রও আছে। ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতায় শ্রীগৌরাবতার ও তদীয় মন্ত্রোপাসনা উক্ত আছে। শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্ বৈবস্বত মন্বন্তরে (অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় কলিযুগে) ফাল্গুন মাসের পৌর্ণমাসীতে ফাল্গুনী নক্ষত্রযোগে সুপুণ্য গঙ্গাতীরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর হইতে শ্রীশচীগর্ভে আমি তপ্তকাঞ্চন কলেবরে অর্থাৎ গৌররূপে অবতীর্ণ হইব। তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও মেথর চণ্ডাল প্রভৃতি শত সহস্র ব্যক্তিকে হরিনাম (আমার নাম) দিয়া উদ্ধার করিব। কাঞ্চন গ্রামে (কাটোয়াতে) যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। সমস্ত মুক্ত মানব আমাকে যজন করিবে এবিষয়ে সংশয় নাই। বহু মানব ভক্তিসহকারে আমাকে আশ্রয় করিয়া ভূতলে খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে। লোকগণ মৎসদৃশ তাহাদিগকেও পূজা করিবে।

এই সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীনারদের নিকট শ্রীব্যাসদেব প্রশ্ন করিলেন—হে মহামুনে! কোন্ মন্ত্রে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ পূজিত হইয়া লোক

গণের সুখাবহ হন সেই মন্ত্র (গৌরমন্ত্র) আমার নিকটে বলুন ?

তদনন্তর শ্রীনারদ শ্রীগৌরাঙ্গের ষড়ক্ষর ও দশাক্ষর মন্ত্রদ্বয় এবং ধ্যান উপদেশ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্র ধ্যানাদি থাকাতে তদীয় উপাসনা শাস্ত্রবিহিতই বুঝিতে হইবে। অতএব সমস্ত সুমেধা জনগণ ঐ উপাসনার আদর স্বীকার করিয়া থাকেন। উপাসনা বলিতে সঙ্কীর্ত্তন প্রধান পূজা বিধিই। ইহা "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকে "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" এই পরার্দ্ধের শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিঞ্চ—

"মহাজনো যেন গত স পন্থা" ইতি ন্যায়েন অবিগীতশিষ্টাচারাণাং বেদানুমাপকত্বাৎ আচারপ্রাপ্ততয়াপ্যস্যা বেদবিহিতত্বং সিদ্ধম্।

পন্থাঃ বেদোক্তধর্মঃ অত্রাবিগীতশিষ্টাস্তু পরমবিদ্বচ্ছিরোমণয়ঃ শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যপ্রভৃতয়ঃ, তত্র শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যস্য "কালেন নষ্টম্" ইত্যাদিনা, শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বত্যা "অনুপাসিতচৈতন্যমধন্যং মন্যতে জগদ্" ইত্যাদিনা, শ্রীসনাতনগোস্বামিনঃ হরিভক্তিবিলাসে—

ব্রহ্মাদিশক্তিপ্রদমীশ্বরং তং
দাতুং স্বভক্তিং কৃপয়াবতীর্ণম্।
চৈতন্যদেবং শরণং প্রপদ্যে
যস্য প্রসাদাৎ স্ববশেঽর্থসিদ্ধিঃ॥

বন্দেঽনন্তাদ্ভূতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ॥

ইত্যাদিনা। শ্রীরূপগোস্বামিনঃ বিদগ্ধমাধবে—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

স্বমালাধৃতাষ্টকত্রয়েণাপি। শ্রীজীবগোস্বামিনঃ ভগবৎসন্দর্ভে—

অন্তঃকৃষ্ণবহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

ক্রমসন্দর্ভে "কৃষ্ণবর্ণ"মিতিপদ্যব্যাখ্যানেন চ, এবং তত্তদ্‌গ্রন্থে শ্রীগোপালভট্ট শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনামপি, শ্রীকবিকর্ণপূরস্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে চৈতন্যচরিতামৃতকাব্যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াঞ্চ। শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজস্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চ। শ্রীগোবিন্দভাষ্যকৃতঃ শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণস্য—

ভক্ত্যাভাসেনাপি তোষং দধানে ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারনাম্নি।
নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যরূপে, তত্ত্বে তস্মিন্ নিত্যমাস্তাং মতির্নঃ ॥

ইত্যাদিনা। এতে খলু মহামহোপাধ্যায়া যেষাং রচিতা গ্রন্থা অপি পণ্ডিতবর্গৈর্বিদ্বদ্ভিরেব ব্যাখ্যায়ন্তে শ্রীগৌরচন্দ্রস্য ভগবত্ত্বং বিনা কিমিত্যুপাসনাং বিদধুঃ নহি গৌরঃ সার্ব্বভৌমাধিপত্যং প্রাপ যেন সর্ব্বে বশীভূয় তদুপাসনাং কৃতবন্তঃ কিন্তু সন্ন্যাসিনমপি তং ভগবদ্রূপেণ জ্ঞাত্বা তস্মাৎ সুদুর্ল্লভং প্রেমধনং প্রাপ্য কৃতার্থীভূয় তমুপাসয়াঞ্চক্রুরন্যান্ শিক্ষয়ামাসুশ্চ। অতস্তস্য ভগবত্ত্বাং তদুপাসনাপি বেদবোধিতৈবালমতিবিস্তরেণ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—আরও কিছু বলা হইতেছে—মহাজন যে মার্গে যান তাহাকেই পথ বলে অর্থাৎ মহাজনের আচরণই বেদোক্ত ধর্ম্ম। এই ন্যায়ানুসারে অবিগীত শিষ্টাচার সমূহের বেদানুজ্ঞাপকত্বহেতু, অর্থাৎ অবিগীত শিষ্টগণের আচরণই বেদ বলিয়া অনুমান করা যায়। আচরণ প্রাপ্ততা হেতুতেও এই উপাসনার (শ্রীগৌরোপাসনার) বেদ-বিহিতত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই বাক্যে পথ বলিতে বেদোক্ত ধর্ম্ম বুঝায়। অবিগীত শিষ্টাচারই বেদ। পরতত্ত্বদর্শী শিষ্টগণই শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব স্থাপন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন। এই কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্বানুবর্ত্তী অবিগীত শিষ্টগণ কিন্তু—পরম বিদ্বৎ শিরোমণি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীনীলাচলধামবাসী শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি (ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যময়মূর্ত্তি) সাক্ষাৎকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তদীয় উপাসনা

প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। তদীয় রচিত শ্লোক যথা—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
পাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ চৈঃ চঃ মঃ ৬

অর্থ—যিনি কালপ্রভাবে বিলুপ্ত স্বীয় ভক্তিযোগকে প্রকট করিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার শ্রীচরণকমলে আমার চিত্তভৃঙ্গ প্রগাঢ়রূপে বিলীন হউক।

সার্ব্বভৌম হইল প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনে সেবা নাহি জানে আন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম॥

পরতত্ত্বদর্শী শিষ্টগণের অনুভূতিকে **পরম বিদ্বদনুভব প্রমাণও** বলা যায়।

শ্রীকাশীবাসী সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পরম বিদ্বান্ শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী (পূর্ব্বনাম প্রকাশানন্দ সরস্বতী) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসনা হইতে রহিত এ জগতকে অধন্য বলিয়া আমি মনে করি।

পরম বিদ্বান্ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন—যিনি স্বভক্তি সম্পদ্ দান করিতে করুণায় অবতীর্ণ হইয়াছেন আমি সেই ব্রহ্মাদির শক্তিপ্রদ ঈশ্বর শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইতেছি। যাঁহার প্রসাদে অর্থসিদ্ধি (প্রয়োজন সিদ্ধি) স্বাধীন হইয়া থাকে। (১।১ টীকা)

যাঁহার প্রসাদে নীচজনও (লিখনাদি দ্বারা) ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তক হইতে পারে, আমি সেই অনন্ত ও অতর্ক্য-প্রভাবশালী মহাপ্রভু (পরমেশ্বর) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি (তৃতীয় বিলাস) ইত্যাদি।

পরম বিদ্বান্ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিদগ্ধ মাধব নাটকের মঙ্গলাচরণে উল্লেখ করিয়াছেন—

কোনও অবতার কর্ত্তৃক কোনও কালে উন্নতোজ্জল রসময়ী প্রেমভক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডে অর্পিত হয় নাই। সেই স্বপ্রেমভক্তি সম্পৎ যত্র তত্র অর্পণ করিতে যিনি

কেবল কারুণ্য গুণে কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার স্বর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর অঙ্গকান্তি সমূহ প্রকাশ পাইতেছে, সেই শ্রীশচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়রূপ গুহায় স্ফুরিত হউন।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ নিজকৃত স্তবমালা গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যাষ্টকত্রয়েও শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও উপাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভাগবত সন্দর্ভে কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" এই শ্লোকের অর্থ প্রকাশক রূপ মঙ্গলাচরণে উল্লেখ করিয়াছেন—

যিনি অন্তরে কৃষ্ণ ও বাহে গৌরবর্ণরূপে কলিযুগে প্রকট হইয়া অঙ্গাদি বৈভব দেখাইয়াছেন। আমরা সংকীর্তন প্রধান ভক্তি দ্বারা সেই কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আশ্রয় করি অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণ আরাধনা করি। অঙ্গাদির অর্থ সাঙ্গোপাঙ্গাদির ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ক্রম সন্দর্ভে "কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি পদ্যের ব্যাখ্যায়ও শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও উপাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই প্রকার শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে, শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীস্তবাবলী গ্রন্থে, শ্রীপাদ কবি কর্ণপূর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে, শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্যে ও শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়, শ্রীব্যাসাবতার শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও উপাসনা নিরূপণ করিয়াছেন।

শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমেয় রত্নাবলী নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—যে অবতারত্রয় ভাগবতধর্ম্মের অধ্যক্ষ ও স্বনাম দ্বারা বিশ্বনিস্তারকারী এবং ভক্তির আভাসেও সন্তুষ্ট হন; সেই শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত স্বরূপে (অর্থাৎ এই তত্ত্বত্রয়ে) আমাদের নিত্যই প্রীতি হউক।

ইত্যাদি শাস্ত্রকারগণের বাক্য প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও উপাসনা নিরূপিত হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্রকারগণ ((শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদি গৌর ভক্তবৃন্দ) মহামহোপাধ্যায়। ইহাদের রচিত গ্রন্থাবলী পণ্ডিতগণ যত্ন সহকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপায় ইহারা যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশ্বাসী বাস্তব পণ্ডিতগণ সেই সকল গ্রন্থ দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইয়া

যত্ন সহকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই সকল তত্ত্বদর্শী ভ্রমাদি দোষ রহিত শাস্ত্রকারগণ শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা না দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন কি? শ্রীগৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌমাধিপত্য প্রাপ্ত হন নাই। যে কারণে এই সকল পরতত্ত্বদর্শী পরমবিদ্বান্‌গণ শ্রীগৌরাঙ্গের বশীভূত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন? সর্ব্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসীর বশীভূত হইয়া যাঁহারা তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন তাঁহারা সেই সন্ন্যাসীকে ভগবানরূপে অবগত হইয়াছিলেন। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হইতে তাঁহারা সুদুর্ল্লভ প্রেম পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসনার প্রণালী শিক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের গ্রন্থের প্রভাবে ও শিক্ষা প্রবর্ত্তন দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষে এবং তদ্‌বহিঃপ্রদেশেও শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রসার লাভ করিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনার আচরণ ও প্রচার পরম বিদ্বান্‌গণে দৃষ্ট হয় বলিয়া **"পরম বিদ্বদনুভব প্রমাণেও"** শ্রীগৌরা-ঙ্গের ভগবত্তা বোধগম্য হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা আছে বলিয়া তদীয় উপাসনা বেদ বিহিতই বুঝিতে হইবে!

শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মাশ্রিত তদীয় তত্ত্ব নিরূপক শাস্ত্রকারগণের বাক্যে অবিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের প্রতি একটি আক্ষেপোক্তি ভক্তমাল গ্রন্থে বাংলাপয়ারানুবাদে দেখা যায় —

যে ত্যক্তসর্ব্ববিষয়া সুধিয়ো মহান্তঃ
শাস্ত্রান্তগাঃ পরহিতায় কৃতপ্রবন্ধাঃ॥
তেষাং বাচো যদি ন সংশয়হারি তৎ তে।
দুর্ভাগ্যমত্র বদ কেন বিমোচনীয়ম্॥

অর্থ—

এত ভাবি রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গীকরি।
নবদ্বীপে উদয় করিলা আসি হরি॥
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সহ।
চমৎকার লীলা করে ধরি গৌর দেহ॥
শ্রীল কবি কর্ণপূর রূপ সনাতন।
আদি করি অনন্ত যে পারিষদ গণ॥

তাঁহা সভার একেকের শক্তিতে বুঝহ।
পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ তেজপুঞ্জ দেহ।
মহাপ্রভাব অলৌকিক ব্যবহার।
যাঁর সভার বাক্য হয় বেদ বিধি সার ॥
তেঁহো সব সাক্ষাত দেখিয়া যে কহিল।
সেই বাক্য সুপ্রামাণ্য শত বেদ তুল্য ॥
তাহাতে প্রতীতি যেই মূঢ়ে না জন্ময়।
তার ভ্রান্তি দূর করিবারে কে পারয় ॥

পরতত্ত্বদর্শী পরম বিদ্বান্‌গণের বাক্য যে অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য তাহা দেখান হইল।

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি এই দোষ সব ॥ চৈং চঃ

অলমতিবিস্তরেণ। ইতি শব্দপ্রমাণম্। ৪।

প্রকৃতমনুসরাম **অর্থাপত্তিরপি** তত্র পর্য্যাপ্তা,

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তশ্চেষ্টারহিতস্য তস্য ভগবত্ত্বং তত্রেশ্বরতাং কল্পয়িত্বা সাধ্যতে কল্পনমত্র জ্ঞাপনম্। ৫।

অনুপলব্ধিপ্রমাণমপি ভগবতি গৌরে বৈষম্যানুপলব্ধ্যা বৈষম্যাভাবো গৃহ্যতে যত ঈশ্বরতনাবেব বৈষম্যাদ্যভাবঃ শ্রূয়তে। যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

"অষ্টাদশমহাদোষৈরহিতা ভগবত্তনুঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী ॥

অষ্টাদশমহাদোষা বিষ্ণুযামলে—

মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ।
লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ ॥
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ।
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতা ইতি।

এবং মোহাত্ম্যভাবাদিঃ ॥ ৬ ॥

এবং **সম্ভবপ্রমাণ**মপি। অবতারেষু শ্রীগৌরাবতারঃ সম্ভবতি।

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যা সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥

ইতি ভাগবতাৎ ॥ ৭ ॥

এবমৈতিহ্যপ্রমাণমপি। ইহ নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণো গৌররূপেণাবতারং কৃতবানিতি সভাজনা অধুনাপি কথয়ন্তীতি। অত **ইত্যষ্টপ্রমাণ**সিদ্ধেঃ ভগবতি শ্রীগৌরে অন্যবুদ্ধিসঞ্জনং শ্রীগুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিবদক্ষয়দোষাবহমিতি।

"অপ্রকাশ্যতয়া যস্য যদ্ব্যাসেন ন বিস্তৃতম্।
ময়া তদ্বিস্তৃতং তত্ত্বং ক্ষম্যতাং শ্রীশচীসুতঃ ॥
যথা পূর্ণনিশানাথো হস্তৈর্নাচ্ছাদ্যতে ক্বচিৎ।
তথা গৌরস্যেশ্বরতা নাচ্ছাদ্যা হ্যসদুক্তিভিঃ ॥

ইতি শ্রীভগবন্নিত্যানন্দবংশাবতংসশ্রীযুক্তকিশোরীমোহনগোস্বামিতনয়-
শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামিকলিতং **শ্রীগৌরচন্দ্রতত্ত্বং সম্পূর্ণম্।**

অনুবাদ—প্রসঙ্গক্রমে 'অবিগীত শিষ্টাচারই বেদত্ব' ইহা দেখান হইল। প্রস্তাব ক্রমে শব্দ প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা নিরূপণানন্তর **অর্থাপত্তি** প্রমাণেও তাহা নিরূপিত হইতেছে। "অসিধ্যদর্থদৃষ্ট্যা সাধকান্যার্থকল্পনমর্থাপত্তিঃ," যয়া দিবাভুঞ্জানে পীনত্বং রাত্রিভোজনং কল্পয়িত্বা সাধ্যতে। অর্থাৎ উক্তার্থের অনুপপত্তিবশতঃ যে স্থলে অন্যার্থ কল্পিত (জ্ঞাপিত) হয়, তাহাকে অর্থাপত্তি বলে। দৃষ্টান্ত—স্থূলকায় দেবদত্ত দিবাভাগে ভোজন করে না। এই উক্তিতে স্থূলত্ব উপপত্তির জন্য তাহার রাত্রি ভোজন কল্পনা (জ্ঞাপন) করা যায়। এই প্রমাণানুসারে শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শোভাসম্পত্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্যে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বাভাবিক ভগবত্তা বিদ্যমান। তদুপপত্তির জন্য তাহাতে ঈশ্বরতা জ্ঞাপন করা হইতেছে। কল্পনা বলিতে জ্ঞাপন অর্থ বুঝায়।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা লক্ষণে **অনুপলব্ধি প্রমাণও** প্রযোজ্য। "অভাব-গ্রাহিকানুপলব্ধিঃ," ভূতলে ঘটানুপলব্ধ্যা যথা ঘটাভাবো গৃহ্যতে। অর্থাৎ অভাব গ্রহণের নামই অনুপলব্ধি প্রমাণ। যথা—ভূতলে ঘটের উপলব্ধি (অনুভূতি বা

প্রাপ্তি) না হইলে তাদৃশ ভূতল ঘটাভাবরূপে গ্রাহ্য হয়। এই প্রমাণে ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্রে বৈষম্য অনুপলব্ধি হয় বলিয়া তাঁহাতে বৈষম্যাভাব গ্রাহ্য হয়। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে সর্ব্বপ্রকার স্থাবর জঙ্গমজাতি প্রেম পাইয়াছিল। পাত্রাপাত্র দেয় অদেয়াদি কোন বিচারও ছিল না সুতরাং তাঁহাতে বৈষম্য গ্রাহ্য হয় না। কারণ ঈশ্বরবিগ্রহে বৈষম্যাদির অভাব শাস্ত্রে শুনা যায়। বৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত আছে— শ্রীভগবদ্বিগ্রহ অষ্টাদশ মহাদোষে রহিত, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় এবং সচ্চিদানন্দ ঘন।

বিষ্ণুযামলে অষ্টাদশ মহাদোষ উক্ত আছে,' মোহ, তন্দ্রা, রুক্ষরসতা (প্রেম সম্বন্ধ ব্যতীত আসক্তি), উল্বণ কাম (দুঃখদ লৌকিক কাম), লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম (জগদাবেশ), বৈষম্য ও পরাপেক্ষা। যেমন বৈষম্যাভাব বলা হইয়াছে এই প্রকার মোহাদির অভাবও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গে মোহাদিও কোন দোষ নাই।

সম্ভব প্রমাণেও শ্রীগৌরাবতার প্রমাণিত হইতেছে। বহু অবতার মধ্যে শ্রীগৌরাবতারও সম্ভব হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩) প্রমাণে উক্ত আছে অর্থাৎ শ্রীসূত বলিলেন—হে দ্বিজগণ। যেমন উপক্ষয় শূন্য সরোবর হইতে সহস্র সহস্র নির্ঝর নির্গত হয় তদ্রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্ব নিধি শ্রীকৃষ্ণ হইতে সংখ্যাতীত অবতার প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সহস্রে শতং সম্ভবেদিতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনা সম্ভবঃ। সহস্রে শত সম্ভব হয় এই বুদ্ধিতে সম্ভাবনাকে সম্ভব বলে।

এই প্রকার **ঐতিহ্য প্রমাণেও** শ্রীগৌরাবতার প্রমাণিত হইতেছে—"অজ্ঞাত বক্তৃকং পরম্পরাপ্রসিদ্ধমৈতিহ্যং যথেহ তরৌ যক্ষোঽস্তি" অর্থাৎ অজ্ঞাত বক্তৃক পরম্পরা প্রসিদ্ধই ঐতিহ্য। যথা—এই তরুতে যক্ষ বাস করিতেছে। এই প্রকার এস্থলেও বোদ্ধব্য অর্থাৎ "এই শ্রীনবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন" এই কথা সভ্য ব্যক্তিরা অদ্যাবধিও বলিয়া থাকেন।

অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা প্রত্যক্ষাদি অষ্ট প্রমাণে সিদ্ধ হইতেছে। শ্রীগুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি যেমন অক্ষয় দোষাবহ অর্থাৎ নরকগতি দায়ক "গুরুষু নরমতিঃ যঃ স নারকী।" সেই প্রকার শ্রীগৌরচন্দ্রে ভগবদ্‌বুদ্ধি উদয় না হইয়া ইতরবুদ্ধি (জড় সন্ন্যাস্যাদি বুদ্ধি) উদয় হইলে তাহাতে নরক যন্ত্রণা বা যমদণ্ড প্রাপ্তি ঘটে।

বিষ্ণুনিন্দা নাই ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সে হয় পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥

যাহারা শ্রীগৌরচন্দ্র ভগবানে মনুষ্যবুদ্ধি করে সেই সকল ব্যক্তিরা যে **যমদণ্ডী** ও **অদৃশ্য অস্পৃশ্য** তাহাই প্রমাণিত হইল। তাদৃশ ব্যক্তির দর্শনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় তাহা শাস্ত্রপ্রমাণে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১০৬) ধৃত বৃহদ্বৈষ্ণব বাক্য—

যো বেত্তি ভৌতিকদেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ
স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ।
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলঃ স্নানমাচরেৎ
পশ্যেৎ সূর্য্যং স্পৃশেদ্গাঞ্চ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি॥

অর্থ—যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে পাঞ্চভৌতিক মনে করে, সে ব্যক্তি শ্রৌতস্মার্ত্তাদি সকল কর্ম হইতে বহিষ্করণীয়, যেহেতু সে মহাপতিত। তাহার মুখাবলোকন করিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিতে হয়। কেবল তাহা নহে, সেই মহাপাতকীর মুখাবলোকনে শরীর অশুদ্ধ হয় বলিয়া সূর্য্যদর্শন, গোস্পর্শন ও ঘৃত পান করিতে হয়, ইহা করিলে শরীর শুদ্ধ হয়।

অতএব শ্রীগৌরকৃষ্ণে মনুষ্যবুদ্ধিকারী স্ত্রী-পুত্র-ভাই-বন্ধু-কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি জাগতিক ব্যক্তিদের সহিত আলাপাদি করা নিষেধ ইহা জানান হইল।

শ্রীগ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব অপ্রকাশ্য বলিয়া শ্রীব্যাস যাহা বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করেন নাই, আমি সেই তত্ত্ব অষ্টপ্রমাণে প্রমাণিত করিয়া বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করিলাম—শ্রীশচীনন্দন ক্ষমা করুন।

অসৎ ব্যক্তিরা নানা প্রকার কুতর্ক দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা খণ্ডন করিতে চায়; কিন্তু তাহাদের কথায় তাহা খণ্ডন হইতে পারে না। যেমন বহু হস্ত দ্বারাও পূর্ণচন্দ্র কোন কালেও আচ্ছন্ন হইতে পারেন না, সেইরূপ বহু প্রকার অসৎ বাক্যদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব আচ্ছাদিত হইতে পারে না।

ইতি শ্রীভগবন্নিত্যানন্দ বংশাবতংস শ্রীযুক্ত কিশোরমোহন গোস্বামীর
তনয় শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক রচিত
শ্রীগৌরচন্দ্র তত্ত্ব সম্পূর্ণ।
শ্রীনবদ্বীপ ধামাশ্রিত বৃন্দাবন দাস কর্ত্তৃক
শ্রীগৌরতত্ত্ব নিরূপণের রচিত বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ।

আনন্দ বিজ্ঞাপন

শ্রীপাদ ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রভুর রচিত **"শ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন পদ্ধতি,"** শ্রীপাদ বীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভুর রচিত এই **"শ্রীগৌরতত্ত্ব নিরূপণ"** ও মৎ সঙ্কলিত **"শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত"** এই গ্রন্থত্রয়ে কলিযুগোপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব, মন্ত্র ও উপাসনা শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণে স্থাপিত হইয়াছে।

কলিযুগের একমাত্র উপাস্য শ্রীগৌরচন্দ্র। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য মৎসর ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সুব্যক্ত ভগবত্তা সহ্য করিতে না পারিয়া কাল্পনিক তর্কদ্বারা তাহা খণ্ডন করিতে প্রয়াস করিয়াছে। তাহাদের কাল্পনিক তর্ক প্রসূত মতগুলিকে একেবারে নিরসন করিয়া "শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত" গ্রন্থ প্রকাশ পাইয়াছে। এই গ্রন্থের পরিপোষক রূপে শ্রীধ্যানচন্দ্র পদ্ধতি ও শ্রীগৌরতত্ত্ব নিরূপণ এই গ্রন্থদ্বয়ের সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

গৌরবিরোধীগণের বাক্যজ্বালায় যাঁহারা অশান্তি অনুভব করিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপায় এই গ্রন্থত্রয় প্রকাশ হওয়ায় তাঁহারা এই গ্রন্থত্রয় পাঠ করিয়া প্রাণে পরা শান্তি লাভ করিবেন এবং উহাদের (গৌরবিরোধীগণের) কল্পিত মত বা অপসিদ্ধান্ত অনায়াসে খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন। ইতি—

নিবেদক—

শ্রীবৃন্দাবন দাস